এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

রাখিব যতনে
MGH
মডার্ন গিনি হাউস প্রাঃ লিঃ
নতুন তুমি প্রতিক্ষণে
২০৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০১২
ফোন- ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১, ০৩৩ ২২৪১ ৮২০৩

৩ নেপালের ধর্মসভার আড়ালে ভারতজুড়ে জাল বিছানোর ছক!
স্কুলের সময়ে শিক্ষকদের জনগণনার কাজে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট, হলফনামা তলব ৩

কলকাতা ১৯ অগস্ট ২০২৬ ১ ভাদ্র ১৪৩৩ বুধবার বিংশ বর্ষ ৬৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.08.2026, Vol. 20 Issue No. 69, 8 Pages, Price 3.00

‘সংকল্প থেকে সাফল্যের পথে’ ১০০ দিনের খতিয়ান মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্ষমতায় আসার পর প্রথম ১০০ দিন পূর্তিকে সামনে রেখে সরকারের কাজের খতিয়ান তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শিল্প, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুশাসন, নিরাপত্তা, জনকল্যাণ এবং নারী স্বনির্ভরতার মতো একাধিক ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপের বিস্তারিত তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, এই অল্প সময়েই পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের একটি নতুন ভিত্তি তৈরি হয়েছে। তবে সরকারের সাফল্যের নম্বর দেওয়ার দায়িত্ব নিজের হাতে না রেখে তা মানুষের উপরই ছেড়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

একটি সভা থেকে শুভেন্দুবাবু বলেন, ‘কী করে নিজের নম্বর দেব? তবে এ ক’দিনে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা, সাংবিধানিক কর্তব্য, জনকল্যাণ, কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। এরপর যোগ-বিয়োগ আপনাদের হাতে। আগামী দিনেও আমাদের সরকার মানুষের জন্য কাজ করবে।’

সরকারের প্রকাশিত ‘১০০ দিনের’ রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে,

এই সময়ের মধ্যে শিল্পে নতুন বিনিয়োগের পথ খুলেছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের একাধিক প্রকল্পে গতি এসেছে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণ, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার এবং বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। সরকারি নথিতে শিল্প ক্ষেত্রে নতুন শিল্প ক্লাস্টার গঠন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সহায়তা, বিনিয়োগবান্ধব নীতি এবং শ্রমিক কল্যাণের বিভিন্ন উদ্যোগের উল্লেখ রয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নতুন হাসপাতাল ও চিকিৎসা পরিকাঠামো, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার প্রসার, প্রশাসনে ডিজিটাল পরিষেবা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সীমান্ত ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবিও করা হয়েছে।

জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মধ্যে সামাজিক পেনশনের পরিমাণ বৃদ্ধি, আবাসন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা, কৃষকদের জন্য বিদ্যুৎ ভর্তুকি, পানীয় জল প্রকল্প এবং মহিলাদের আর্থিক সহায়তার মতো উদ্যোগকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নারী স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে ‘অন্নপূর্ণা’ প্রকল্প, সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াত এবং মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সহায়তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে ১০০ দিনের সাফল্য নিয়েই থেমে থাকতে চান না মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, আগামী বছরের ৯ মে, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর এক বছর পূর্তির দিনই হবে প্রকৃত মূল্যায়নের সময়।

৬৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ প্রদান শেষ, দাবি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ পরিশোধ সংক্রান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও স্পর্শকাতর মামলায় সুপ্রিম কোর্টে তীব্র রাজ্যের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বকেয়া ডিএ-র প্রায় ৬৫ শতাংশ টাকা ইতিমধ্যেই কর্মচারীদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বাকি অংশ মেটানোর কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। কিন্তু সরকারের এই দাবিকে একযোগে নস্যাৎ করে দিয়ে আন্দোলনকারী কর্মচারী সংগঠনগুলির পাল্টা অভিযোগ, অধিকাংশ কর্মচারীই এক টাকাও পাননি, সরকারি হিসেব সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর।

মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জয় করোলে এবং বিচারপতি পি কে মিশ্রর ডিভিশন বেঞ্চে এই বহুচর্চিত মামলার শুনানি শুরু হতেই রাজ্যের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্য সরকার বকেয়া মেটানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক পদক্ষেপ করেছে। তিনি আদালতে পরিসংখ্যান তুলে ধরে দাবি করেন, বকেয়া ডিএ মেটাতে রাজ্য কোষাগার থেকে ইতিমধ্যেই ৭৭০০ কোটি টাকা রিলিজ করা হয়েছে। বাকি টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়াও শেষ পর্যায়ে। তবে শুনানির শুরু থেকেই রাজ্য সরকারের এই দাবি ও পরিসংখ্যানের তীব্র বিরোধিতা করেন মামলাকারীদের আইনজীবীরা। কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের পক্ষে বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও রউফ রহিম আদালতে সওয়াল করে বলেন, ‘রাজ্য সামান্য অংশই মিটিয়েছে। তাও সমস্ত সরকারি কর্মচারী সেই সুবিধা পাননি। এখনও কর্মীদের প্রায় ৪০, ০০০ কোটি টাকা ডিএ বকেয়া পড়ে রয়েছে।’

অন্যতম মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী করুণা নন্দী বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনেন। তিনি অভিযোগ করেন, গ্রুপ-এ সহ কিছু স্তরের কর্মীকে নামমাত্র যে টাকা দেওয়া হয়েছে, তাও সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি। সেই টাকা কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্টে আগামী ২৪ মাসের জন্য ‘লক-ইন’ করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কর্মীরা এখনই সেই অর্থ হাতে পাচ্ছেন না। আইনজীবী করুণা নন্দীর এই বক্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখা যায় বিচারপতি পিকে মিশ্রকে। তিনি রাজ্যের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, আদালত তাদের কোনও রায়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা লক-ইন করে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল কি না সে ব্যাপারে। এর উত্তরে রাজ্যের প্রতিনিধিরা আদালতকে অনুরোধ করেন, আবেদনকারীরা যেন এই বিষয়ে পৃথক একটি ইন্টারলোকিউটরি অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করেন, যাতে রাজ্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে তার লিখিত জবাব জমা দিতে পারে।

অভিযোগের জন্য পোর্টাল, বরাদ্দও বাড়ছে অন্নপূর্ণায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: অন্নপূর্ণা যোজনায় মহিলাদের পাশে দাঁড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিজেপি সরকার। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণে ধনধান্য অডিটোরিয়াম থেকে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর। অন্নপূর্ণা যোজনায় বরাদ্দ বাড়াতে চলেছে রাজ্য সরকার। ৩৬ হাজার কোটি থেকে বরাদ্দ বেড়ে হতে চলেছে ৪৮ হাজার কোটি। এ দিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘১ কোটি ৪৫ লক্ষের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আরও ১৪ লক্ষের যাচাইপর্ব চলছে। উপভোক্তার সংখ্যা বাড়বে। আমরা বাজেটে ৩৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি। তাতে হবে না। ৪৮ হাজার কোটি টাকা লাগবে।’

অন্নপূর্ণা যোজনা-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষ যথাযথভাবে পাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে ‘অন্নপূর্ণা বাহিনী’ গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন। মঙ্গলবার আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে দক্ষিণ কলকাতা মহিলা মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, প্রতিটি ওয়ার্ডে মহিলা মোর্চার কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেবেন উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছেছে কি না। কোথাও কোনও উপযুক্ত মহিলা বঞ্চিত হলে বা কোনও অনুপযুক্ত ব্যক্তি সুবিধা পেয়ে থাকলে তা সরকারকে জানাতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে ‘অন্নপূর্ণা বাহিনী’ গড়ে তুলে সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করতে হবে। উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অর্থ পৌঁছেছে কিনা যাচাই করার পাশাপাশি সমস্যা থাকলে দ্রুত পোর্টালে অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১৭ অগস্ট থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার অর্থ উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০ আগস্টের মধ্যে দক্ষিণ কলকাতার ৫৩ হাজারেরও বেশি অনুমোদিত উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যাবে। রাজ্যজুড়ে প্রথম দফায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলাকে এই প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং অধিকাংশের অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যেই অর্থ স্থানান্তরিত হয়েছে।

তিনি বলেন, ১০ জুলাই পর্যন্ত যাঁরা আবেদন করেছিলেন, তাঁদের যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ১১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের নথি যাচাই করে আগামী পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পাশাপাশি ২০ অগস্ট থেকে শিশু ও নারী কল্যাণ দপ্তর একটি বিশেষ পোর্টাল চালু করবে, যেখানে বঞ্চিত উপযুক্ত আবেদনকারী অভিযোগ জানাতে পারবেন। একই সঙ্গে অনুপযুক্ত ব্যক্তি সরকারি সুবিধা পেয়ে থাকলেও সেই তথ্যও জানানো যাবে।

লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, আগের সরকারের সময় রাজনৈতিক কারণে বহু উপযুক্ত মহিলাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। মৃত ব্যক্তি, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এমনকি পুরুষদের নামও উপভোক্তা তালিকায় ছিল বলে তাঁর অভিযোগ। সেই কারণেই অন্নপূর্ণা যোজনায় বিস্তৃত যাচাই-বাছাই করা হয়েছে বলে জানান তিনি। তাঁর দাবি, সরকারের লক্ষ্য হল সরকারি অর্থ যেন প্রকৃত উপভোক্তার হাতেই পৌঁছয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্নপূর্ণা যোজনা বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অন্যতম ছিল। প্রথমে এই প্রকল্পের জন্য বাজেটে ৩৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও বর্তমানে উপভোক্তার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বছরে প্রায় ৪৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে বলে সরকারের হিসাব। তবে প্রতিশ্রুতি পূরণে কোনও ঘাটতি রাখা হবে না বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

বনকর্মীদের বেতন বৃদ্ধি

■ **দুর্গাপুজোর আগেই বন দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের জন্য বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার কলকাতার মোহরকুঞ্জে ‘সবুজ স্বাধীনতা’ কর্মসূচির উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে তিনি জানান, আগামী অক্টোবর মাস থেকে রাজ্যের প্রায় ৫০০ জন রেঞ্জারের মাসিক বেতন ৫ হাজার টাকা, ৫০০ জন বিট অফিসারের বেতন ৫ হাজার টাকা এবং ৬৫০ জন ফরেস্ট গার্ডের বেতনও ৫ হাজার টাকা করে বাড়ানো হবে। পাশাপাশি ১,৫০০ জন বন সহায়কের মাসিক ভাতা ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার টাকা করা হচ্ছে। দুর্গাপুজোর আগেই এই বর্ধিত সুবিধা কার্যকর হবে বলে ঘোষণা করেন তিনি।**

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

আইপ্যাক: সিবিআই চাইছে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপ্যাক অফিসে তল্লাশি চলাকালীন কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তদন্ত করুক সিবিআই, চাইছে আরেক কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি। তারা বলছে, রাজ্য পুলিশ নয়, বরং এই মামলায় সিবিআই তদন্ত করা উচিত। গত ৮ জানুয়ারি কয়লা পাচার সংক্রান্ত একটি মামলায় আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিসে হানা দেয় ইডির গোয়েন্দারা। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ওই তল্লাশি চলাকালীন আইপ্যাকের অফিসে পৌঁছে যান তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার বিরুদ্ধে তদন্তে বাধা দেওয়ার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে ইডি। উলটো দিকে ইডির বিরুদ্ধেও আদালতে মামলা দায়ের করেছিল তৃণমূল। মমতার অভিযোগ ছিল, জোরপূর্বক দলের গোপন নথি হাতানোর চেষ্টা করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলায় আগামী দিনে তদন্ত কোন দিকে এগোবে তা নিয়ে জোরাল সওয়াল জবাব হল তৃণমূল, ইডি এবং সিবিআই আইনজীবীদের।

কাল থেকে তিন দিনের সফরে উত্তরবঙ্গে শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার তিন দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ২০ থেকে ২২ অগস্ট পর্যন্ত তাঁর এই সফরকে ঘিরে প্রশাসনিক মহলে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। প্রশাসনিক বৈঠক-সহ একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করবেন তিনি।

সূত্রের খবর, সফরকালে সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে বসবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পাশাপাশি সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলিতে নগদ টাকার অবৈধ লেনদেন রুখতে জেলা শাসকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন তিনি। সীমান্তপারের অপরাধ, চোরাচালান এবং আর্থিক লেনদেনের উপর নজরদারি আরও জোরদার করার বিষয়েও ওই বৈঠকে আলোচনা হতে পারে।

এছাড়া ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বাস্তবায়ন নিয়ে একটি বিশেষ পর্যালোচনা সভায় যোগ দেবেন অমিত শাহ। শিলিগুড়িতে নতুন ফৌজদারি আইন সংক্রান্ত একটি বিশেষ প্রদর্শনিশালার উদ্বোধনও করার কথা রয়েছে তাঁর। সফরের সময় গত কয়েক মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসও করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পাশাপাশি ‘ভাইব্রেন্ট ভিলেজ’ কর্মসূচি সংক্রান্ত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানেও তাঁর অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, নবান্নের শীর্ষ আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে গোটা সফরের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।

আপাতত বহাল

■ **রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বাছাইয়ে স্পিকারের সিদ্ধান্তের উপর এখনই হস্তক্ষেপ করল না কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার এই মামলায় বিচারপতি শম্পা সরকারের নেতৃত্বে থাকা ডিভিশন বেঞ্চের রায়; দু’মাসের মধ্যে বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের সিঙ্গল বেঞ্চকে মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে। তার আগে স্পিকারের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। বিচারপতি সরকারের বেঞ্চের এই নির্দেশের ফলে বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসুর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আপাতত বিরোধী দলনেতার আসনে বহাল থাকবেন ‘বহিষ্কৃত’ তৃণমূল নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে দু’মাসের মধ্যে হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চকে মূল মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে। তার পরেই চূড়ান্ত হবে স্থায়ী বিরোধী দলনেতার আসন কে পাবেন।**

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

জাতি শংসাপত্র ফের যাচাইয়ে স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের জারি করা একটি বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১১ সালের পর থেকে রাজ্যজুড়ে ইস্যু হওয়া সমস্ত এসসি, এসটি এবং ওবিসি জাতিগত শংসাপত্র ঢালাও পুনর্যাচাইয়ের যে নির্দেশ নবান্ন দিয়েছিল, তা আপাতত কার্যকর করা যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে প্রধান বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তীর নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। এই সংক্রান্ত মামলায় আদালতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে। ঘটনার সূত্রপাত গত ১৪ মে। সেদিন অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর এক নির্দেশিকা জারি করে জানায়, ২০১১ সালের পর থেকে ইস্যু হওয়া সমস্ত জাতিগত শংসাপত্র পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা হবে। যাচাই প্রক্রিয়ায় কোনও শংসাপত্র যদি ভুয়ো বলে প্রমাণিত হয়, তবে তা অবিলম্বে বাতিল করা হবে। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। মামলাকারীর পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য আদালতে জোরালো সওয়াল পেশ করেন। তিনি যুক্তি দেন, ‘রাজ্য সরকারের এই ধরনের পাইকারি হারে শংসাপত্র বাতিল বা পুনর্যাচাই করার কোনও আইনগত এক্তিয়ার বা ক্ষমতা নেই।’ অন্যদিকে, রাজ্যের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র সরকারি সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে পাল্টা দাবি করেন, ভুয়ো শংসাপত্র চিহ্নিত করতে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড-সহ যাবতীয় নথি খতিয়ে দেখার অধিকার রাজ্যের রয়েছে।

নিরাপত্তায় খামতি, ১৫ হোটেল বন্ধ তারাপীঠে

নিজস্ব প্রতিবেদন: তারাপীঠের ‘বিদেশিনী’ হোটেলের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের প্রাণ হারিয়েছেন ৯ জন। আগুনের লেলিহান শিখা এবং ঘন কালো ধোঁয়া থেকে প্রাণ বাঁচাতে কোনও আবাসিক পুকুরের জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন কিনা, সেই প্রশ্ন উঠছে। আর তা খতিয়ে দেখতেই মঙ্গলবার হোটেলের পাশের পুকুরে স্পিডবোট নামিয়ে পুকুরের বিভিন্ন অংশে তল্লাশি চলে। পাশাপাশি জলে নামানো হয় প্রশিক্ষিত ডুবুরিকেও। পুকুরের গভীর জলে নেমে তলদেশ পর্যন্ত খতিয়ে দেখেন ডুবুরিরা।

অন্যদিকে, তারাপীঠের অগ্নিকাণ্ডে গ্রেপ্তার করা হয়েছে হোটেল মালিকের বাবাকেও। সোমবার মধ্যরাতে তারাপীঠ থানার পুলিশ পাকড়াও করে প্রবীর পালকে। তাঁর পুত্র তথা হোটেলের মালিক কল্যাণ পালকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়। সূত্রের খবর, বাবা-ছেলে মিলেই চালাতেন তারাপীঠের ওই হোটেলটি। ধৃত হোটেলমালিক ও তাঁর ছেলেকে সাত দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে রামপুরহাট মহকুমা আদালত। হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ইতিমধ্যে ন’জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জনই মেঘালয়ের বাসিন্দা। হোটেলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সঠিক ছিল কি না, সব রকম নিয়ম মানা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আবাসিকদের অনেকের অভিযোগ, পিছনের দিকের একটি দরজা বন্ধ ছিল। তাই তাঁরা বেরোতে পারছিলেন না। সেই অভিযোগও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এরইমধ্যে এই অগ্নিকাণ্ডের পর তারাপীঠের হোটেলগুলির নিরাপত্তাব্যবস্থা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। হোটেলগুলি নিরাপত্তা সংক্রান্ত সরকারি সমস্ত নিয়ম মেনে চলছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন রামপুরহাটের মহকুমাশাসক রাঠৌর অশ্বন বাবুসিং। নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে ইতিমধ্যেই ১৫টি হোটেল এবং লজ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে জেলাস্তরে একটি বৈঠক হয়েছে মঙ্গলবার। সেই বৈঠকে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা এবং হোটেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কী কী পদক্ষেপ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহকুমাশাসক। তিনি জানান, এই সব দিক খতিয়ে দেখার জন্য পাঁচটি দল গঠন করা হয়েছে। সেই দলে থাকবেন দমকল, বিদ্যুৎ দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তরের কর্মীরা। থাকবে পুলিশও। এই দলগুলি হোটেলে হোটেলে গিয়ে নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে এই কাজ শেষ করা হবে।

মহকুমাশাসক আরও জানিয়েছেন, এর আগেও বেশ কয়েকটি হোটেলকে নোটিস পাঠানো হয়েছিল। নিরাপত্তা সংক্রান্ত খামতি থাকার কারণে সেই হোটেলগুলিকে নোটিস পাঠানো হয়। কিন্তু তারা কোনও রকম সহযোগিতা করেনি। এ বার আরও ১৫টি হোটেলকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। সেই হোটেল এবং লজগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। তারাপীঠের দুর্ঘটনার পর আরও কড়া পদক্ষেপ করা শুরু হল হোটেলগুলির বিরুদ্ধে। নিরাপত্তাব্যবস্থার সঙ্গে কোনও ভাবেই আপস করা হবে বলেও জানিয়েছেন মহকুমাশাসক।

হোটেলের কর্মী এবং ম্যানেজারদের নিয়ে একটা মহড়ার আয়োজন করা হবে বলেও জানিয়েছেন মহকুমাশাসক। এটা করা হবে কৌশিকী অমাবস্যার আগেই। দমকলের কর্মীরা তাঁদের প্রশিক্ষণ দেবেন। আগুন লাগলে কী ভাবে তা নেভানোর জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা নেবেন।

মসজিদ থেকে মাইক খোলায় জনস্বার্থ মামলা খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ওপর ভরসা করে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা টিকল না আদালতে। মসজিদ থেকে লাউডস্পিকার বা মাইক খুলে নেওয়ার অভিযোগে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি অতরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, সংবাদপত্রের খবরের ওপর নির্ভর করে কিংবা প্রমাণের অভাব থাকা সত্ত্বেও কোনো অন্তর্বর্তী বা আইনি নির্দেশ জারি করা যায় না।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, মামলাকারীরা অভিযোগ তুলেছিলেন যে প্রায় চার হাজার মসজিদ থেকে জোরপূর্বক মাইক সরানো হয়েছে। কিন্তু এই বিশাল সংখ্যক মসজিদের কোনও প্রতিনিধি বা ভুক্তভোগী নিজেই আদালতে এসে কোনো লিখিত বয়ান বা নির্দিষ্ট অভিযোগ জানাননি। তাছাড়া, কোন নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ মাইক খোলার নির্দেশ দিয়েছিল বা কোন আইনি নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছিল, তার কোনো উপযুক্ত নথিও পিটিশনে জমা দিতে পারেননি আবেদনকারীরা।

শুনানি চলাকালীন রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র জানান, রাজ্য বা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে মসজিদ থেকে মাইক সরানোর

বিষয়ে কোনো লিখিত নির্দেশ বা নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। শুধুমাত্র অস্পষ্ট মৌখিক কথার ওপর ভিত্তি করে এই অভিযোগ আনা হয়েছে। আদালত এ বিষয়ে এজি-র কাছে জানতে চায়, মাইক সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে মসজিদ কর্তৃপক্ষের কোনো বৈঠক হয়েছিল কি না , সে ব্যাপারে। জবাবে এজি জানান, তেমন কোনও বৈঠক করা হয়নি।

মামলা খারিজ হওয়ার পর আদালতে মসজিদের পক্ষে সওয়াল করা তৃণমূল সাংসদ তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, ‘আদালতের রায়ে স্পষ্ট হয়ে গেল যে রাজ্য কোনও লিখিত নির্দেশ দেয়নি। তাই পুলিশ যদি কোনও মৌখিক নির্দেশ দেয়, তবে এবার থেকে আর কোনও মসজিদ থেকে মাইক খোলা যাবে না। যদি পুলিশ আইন ভেঙে কোনও মসজিদে প্রবেশ করে জোরজুলুম করে, তবে পাল্টা আইনি পদক্ষেপ করা হবে।’ সঙ্গে এও জানান, ‘আইন মেনে নির্দিষ্ট শব্দসীমা বজায় রেখে যেভাবে এতদিন আজান হচ্ছিল, সেভাবেই আজান চলবে। এতে কারও বাধা দেওয়ার অধিকার নেই। যেসব মসজিদ থেকে মাইক খোলা হয়েছিল, তারা শব্দসীমা মেনে আবার মাইক বসাতে পারবে।’

সিআইডি তদন্তে ভরসা হালিশহরে পুলিশ লকআপে মৃত তৃণমূল কর্মীর স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুলিশ লকআপে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় রাজধর্ম পালন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার।

সূত্র বলছে, খুব শীঘ্রই হালিশহর থানায় তদন্তে যেতে পারেন রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকরা। যদিও তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় আগেই হালিশহর থানার আইসিকে ক্লোজ এবং আইও অর্থাৎ তদন্তকারী অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, তোলাবাজি, মারধর-সহ একাধিক অভিযোগে গত ৬ অগস্ট পুলিশ তৃণমূল কর্মী বিরজু কেওটকে গ্রেপ্তার করেছিল। ৮ অগস্ট ভোরে পুলিশ লকআপে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কল্যাণী জে এন এম হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরদিন অর্থাৎ ৯ অগস্ট মৃত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উঠেছিল ‘ চোর চোর’ স্লোগানও। পরের দিন ১০ অগস্ট মৃতের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। জেলাশাসকের নেতৃত্বে মেজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের তিনি নির্দেশ দেন। মৃতের দুই শিশুর ভবিষ্যতের কথা ভেবে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রিলিফ ফান্ড থেকে মৃতের স্ত্রীর হাতে ১০ লক্ষ চেক তুলে দেন। পাশাপাশি তিনি মৃতের স্ত্রীকে লোকাল থানায় অ্যাটেনডেন্টের চাকরিও দেন। এবার ঘটনার তদন্তভার মুখ্যমন্ত্রী

সিআইডির ওপর সপে দেন।

মঙ্গলবার মৃতের স্ত্রী জেনি শর্মা কেওট বলেন, মুখ্যমন্ত্রী তদন্তভার সিআইডিকে দিয়েছেন। আশা করছেন, স্বামীর মৃত্যুর বিচার এবার তিনি পাবেন। মৃতের স্ত্রীর কথায়, যেদিন স্বামীর মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তরা শাস্তি পাবে। সেদিন তিনি খুশি হবেন এবং তিনি মন থেকে শান্তি পাবেন। বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, এতেই প্রমাণিত হচ্ছে, আগের সরকার প্রতিটি ঘটনা ধামাচাপা দিত। কিন্তু এই সরকার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরতে মুখ্যমন্ত্রী সিআইডিকে তদন্তভার দিয়েছেন। সুদীপ্তের দাবি, ঘটনায় কেউ যদি দোষী হন। তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই শাস্তি পাবে।

রাখিবন্ধন উপলক্ষে কর্মসূচির আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাখিবন্ধন উপলক্ষে আগামী ২৮ অগস্ট রাজ্যজুড়ে জাতীয় ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করবে রাজ্য সরকার। জন্য সমস্ত জেলাশাসক এবং কলকাতা পুরসভার কমিশনারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর।

সরকারি নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জেলা সদর, পুরনিগম ও পুরসভার নির্বাচিত ওয়ার্ড পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে অনুষ্ঠান হবে। তিরঙ্গা-থিমের রাখি বিনিময়ের পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসংগীত ও স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর তিরঙ্গা-থিমের রাখি সরবরাহ করবে।স্থানীয় শিল্পী, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে ছবি ও সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে জমা দিতে হবে।

শিল্প-বিশ্ববিদ্যালয়-স্টার্টআপের সঙ্গে সেনার সমন্বয়ে জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাধারণ মানুষের সঙ্গে টেরিটোরিয়াল আর্মির যোগাযোগ আরও নিবিড় করা এবং জাতীয় নিরাপত্তায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের ধারণাকে সামনে আনতে কলকাতায় দু’দিনের বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করছে টেরিটোরিয়াল আর্মি। আগামী ২৭ ও ২৮ অগস্ট নিউ আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে ‘নো ইয়োর টেরিটোরিয়াল আর্মি’ শীর্ষক এই কর্মসূচি। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাবিদ, শিল্পমহল, স্টার্টআপ, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সেমিনারে টেরিটোরিয়াল আর্মির ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরা হবে।

আয়োজকদের বক্তব্য, পেশাগত কাজের পাশাপাশি দেশের সেবায় কী ভাবে টেরিটোরিয়াল আর্মির সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, সেই ধারণা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। একই সঙ্গে আধুনিক জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজন, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নাগরিক-সামরিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা হবে।

দু’দিনের সেমিনারে পাঁচটি মূল বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সেনা ও শিল্পের অংশীদারিত্ব, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উদীয়মান প্রযুক্তি ও স্টার্টআপের ভূমিকা, জন-সহযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা, পরিবেশ সংরক্ষণে টেরিটোরিয়াল আর্মির ভূমিকা এবং যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি। বিশেষ করে টেরিটোরিয়াল আর্মির ইকোলজিক্যাল টাস্ক ফোর্সের বনসৃজন ও পরিবেশ পুনরুদ্ধারের কাজও তুলে ধরা হবে।

আয়োজকদের দাবি, এই সেমিনারের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনী এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আরও শক্তিশালী যোগাযোগ গড়ে তোলাই উদ্দেশ্যে। নির্ধারিত আসনসংখ্যা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে সাধারণ নাগরিকরাও এই সেমিনারে অংশ নিতে পারবেন।

গাছ লাগিয়েই দায়িত্ব শেষ নয় হর্টিকালচার সপ্তাহে পরিচর্যার বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুধু চারা লাগালেই হবে না, সেই গাছকে বাঁচিয়ে বড় করে তুলতে নিয়মিত যত্ন নিতে হবে। হর্টিকালচার সপ্তাহ উপলক্ষে মঙ্গলবার সল্টলেকের বিজ্ঞান চেতনা ভবনে চারা বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে এই বার্তাই দিল রাজ্য সরকার। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৭ থেকে ২৫ অগস্ট পর্যন্ত হর্টিকালচার সপ্তাহ পালন করছে রাজ্য। মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স দপ্তরের মন্ত্রী কল্যান চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন এবং কৃষি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কু-সহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তরের সচিব স্মারকি মহাপাত্র।

মঙ্গলবার এই অনুষ্ঠানে বিধাননগর গভর্নমেন্ট হাই স্কুল, বেগম রোকেয়া স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয় এবং বিধাননগর গভর্নমেন্ট কলেজের পড়ুয়ারাও কর্মসূচিতে যোগ দেন। তাঁদের অংশগ্রহণে বৃক্ষরোপণ এবং চারা বিতরণ করা হয়। পরিবেশ রক্ষার কাজে নতুন প্রজন্মকে যুক্ত করার ওপর জোর দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী বলেন, ‘একটি গাছ লাগানোই যথেষ্ট নয়, আমাদের সেই গাছের পরিচর্যা ও যত্নও নিতে হবে।’

তাঁর আরও বক্তব্য, চারা রোপণ আসলে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার শুরু। নিয়মিত জল দেওয়া, পরিচর্যা করা এবং গাছকে সুরক্ষিত রাখার মাধ্যমেই সেটিকে বড় করে তোলা সম্ভব। মুখ্যমন্ত্রীর ‘একটি গাছ মায়ের নামে’ উদ্যোগের কথাও মঙ্গলবার তুলে ধরেন তিনি। মানুষের সঙ্গে গাছের একটি স্থায়ী আবেগের সম্পর্ক তৈরি করার পাশাপাশি এই উদ্যোগের মাধ্যমে সবুজের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত পড়ুয়াদের উদ্দেশে কল্যাণ বলেন, ভবিষ্যতের পৃথিবীকে আরও সুন্দর, সবুজ ও সুস্থ করে তুলতে গাছ লাগানোর পাশাপাশি তার পরিচর্যা ও সুরক্ষার অভ্যাসও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পড়ুয়াদের এই বার্তা নিজেদের পরিবার, বন্ধু এবং আশপাশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। এছাড়াও এদিন অনুষ্ঠানে উদ্যানপালনের সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন মন্ত্রী। কৃষি ও উদ্যানপালনে উৎপাদন বাড়ানো, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, উৎপাদিত পণ্যের বাজারব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা এবং কৃষক ও এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবিকার সুযোগ বাড়াতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হয়।

২০০ বছরের পুরনো বাড়ি ভেঙে মৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: টানা প্রবল বৃষ্টিতে সাতসকালে শহর কলকাতায় বড়সড় বিপর্যয়। জোড়াবাগান থানার অন্তর্গত পাথুরিয়াঘাটার ৩১ নম্বর ব্রজদুলাল স্ট্রিটে ভেঙে পড়ল একটি ২০০ বছরের পুরনো তিন তলা পরিত্যক্ত বাড়ির একাংশ। মঙ্গলবার অতিবৃষ্টির জেরে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় দেওয়াল চাপা পড়ে প্রাণ হারান ঊর্মিলা সাউ নামে বছর ষাটের এক বৃদ্ধা। পাশাপাশি ধসের সময় বাড়িতে আটকে পড়েন আরও ১৯ জন বাসিন্দা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী বা এনডিআরএফ ও কলকাতা পুলিশ। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় উদ্ধারকাজ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন এই বিপজ্জনক বাড়িটিতে বহু বছর ধরে বাস করছিলেন ২০ জনের মতো বাসিন্দা। গ্রাউন্ড ফ্লোরে স্বামী ও ছেলেদের সঙ্গে থাকতেন মৃতা ঊর্মিলাদেবী। মঙ্গলবার ভোররাতে আচমকাই বাড়ির ভেতর বিকট শধ শোনেন বাসিন্দারা। আতঙ্কিত হয়ে বাড়ি থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন ঊর্মিলাদেবী। ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনতলা বাড়ির বিশাল দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে তাঁর গায়ের ওপর ভেঙে পড়ে। ইট ও সিমেন্টের বিশাল ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে যান তিনি। বিকট শধ শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। উদ্ধারকাজে হাত লাগান তাঁরাই। খবর দেওয়া হয় থানায় ও পুরসভায়।

বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পেয়ে দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এনডিআরএফ ও কলকাতা পুরসভার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দল। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ঊর্মিলাদেবীকে। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, নতুন মালিকপক্ষের সদস্য-সহ আটকে পড়া বাকি ১৯ জন বাসিন্দাকে নিরাপদে বার করে আনে উদ্ধারকারী দল।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার খবর পেয়েই সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপি নেত্রী পূর্ণিমা কোঠারি। পুরসভা ও বিগত পুর-বোর্ডের ভূমিকা নিয়ে তোপ দাগেন তিনি। এলাকার প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর ইলোরা সাহার বিরুদ্ধে নজরদারির চরম গাফিলতির অভিযোগ তোলেন বিজেপি নেত্রী। এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, বর্তমানে পুরো বাড়িটি ধূলিসাৎ করার চিন্তা-ভাবনা করছে পুর প্রশাসন। কারণ জরাজীর্ণ অবশিষ্ট অংশ দাঁড়িয়ে থাকলে পাশের বাড়িগুলির জন্যও বড় বিপদের কারণ হতে পারে। ইতিমধ্যেই আশপাশের বাড়ির বাসিন্দাদের নিরাপদে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন।

স্ট্রং রুমের পড়ে থাকা ইভিএম ব্যবহারের আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টে কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই রাজ্যের একাধিক পুরসভার নির্বাচন হওয়ার কথা, কিন্তু হাতে নেই পর্যাপ্ত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন অর্থাৎ ইভিএম। ফলে বড়সড় প্রযুক্তিগত সংকটে রাজ্য নির্বাচন কমিশন।এই পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কলকাতা হাইকোর্টের দরজায় কড়া নাড়ল কমিশন। জেলায় জেলায় কড়া নিরাপত্তায় স্ট্রং রুমে বন্ধ হয়ে থাকা ইভিএমগুলি যাতে কমিশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়, সেই মর্মে হাইকোর্টে জরুরি আবেদন জানানো হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই হাইকোর্টে এই আবেদনের শুনানি হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্বে সম্পন্ন হওয়া একাধিক নির্বাচনের পর বহু ইভিএম আদালতের আইনি নির্দেশে বিভিন্ন জেলার স্ট্রং রুমে সুরক্ষিত রাখা রয়েছে। নতুন ভোট করানোর জন্য ঠিক সেই যন্ত্রগুলিই চাইছে কমিশন।

‘শিক্ষাব্যবস্থা এখনও সন্তোষজনক মানে পৌঁছতে পারেনি’, উপাচার্যদের বৈঠকে মন্তব্য রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে রাজ্য সরকারের আয়োজিত দু’দিনের কর্মশালায় শিক্ষাব্যবস্থার হাল নিয়ে মঙ্গলবার সরব হলেন রাজ্যপাল আর এন রবি। মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, রাজ্যের শিক্ষা এখনও প্রত্যাশিত জায়গায় পৌঁছয়নি। শুধু সরকারি পরিসংখ্যান বা সাফল্যের হিসাব সামনে রেখে শিক্ষার মান বিচার করা যায় না বলেও জানান তিনি। রাজ্যপালের কথায়, ক্ষ্মরাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও সন্তোষজনক মানে পৌঁছতে পারেনি।ক্ষ্ম শিক্ষার মান নিয়ে বিভিন্ন তথ্য ও ডেটা প্রকাশ করা হলেও বাস্তব ছবির সঙ্গে তার সব সময় মিল থাকছে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর মতে, শিক্ষাক্ষেত্রে সংখ্যার হিসাবের বাইরে গিয়ে পড়ুয়াদের প্রকৃত শেখার মান, স্কুল-কলেজের পরিকাঠামো এবং গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা দেখতে হবে। তিনি আরও বলেন, ক্ষ্মশিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিসংখ্যান দেখিয়ে সাফল্যের ছবি তুলে ধরা যথেষ্ট নয়। বাস্তবে পড়ুয়াদের শিক্ষার মান, পরিকাঠামো এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়ন কতটা হয়েছে, সেটাই মূল বিষয়।ক্ষ্ম মঙ্গলবার শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান অবস্থার জন্য পূর্বতন সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন রবি।

তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার জেরে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা দ্রুত বদলানো সম্ভব নয়। সেই জায়গা থেকে ব্যবস্থাকে ফের স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে বর্তমান সরকারের সময় লাগবে বলেই মত তাঁর। রাজ্যপাল আরও বলেন, ক্ষ্মযে

বেহাল পরিস্থিতি রয়েছে, তা থেকে শিক্ষাব্যবস্থাকে সঠিক জায়গায় ফিরিয়ে আনতে বর্তমান সরকারের সময় লাগবে।ক্ষ্ম তাঁর মতে, দীর্ঘদিনের সমস্যা রাতারাতি মেটানো সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তনের জন্য ধারাবাহিক ভাবে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি মঙ্গলবার বর্তমান সরকারের কাজের ধরন নিয়েও মন্তব্য করেন রাজ্যপাল। তাঁর দাবি, আগের সরকারের মতো আলাদা হয়ে কাজ করার পথে হাঁটছে না বর্তমান সরকার। বরং বিভিন্ন পক্ষকে সঙ্গে নিয়েই এগোনোর চেষ্টা করছে তারা। এক্ষেত্রে রাজ্যপালের কথায়, ক্ষ্মএই সরকার পূর্বতন সরকারের মতো ‘আইসোলেশন’-এ বিশ্বাসী নয়। এককভাবে নয়, বরং সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে চলার নীতিতে বিশ্বাসী বর্তমান সরকার।ক্ষ্ম রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে এই কর্মশালায় রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা এবং তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার মধ্যেই রাজ্যপালের এই বক্তব্য সামনে এল। শিক্ষার মান যাচাইয়ে শুধু সংখ্যার বদলে মাঠের বাস্তব পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দেওয়ার কথাই রাজ্যপালের বক্তব্যে উঠে এসেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি সন্তু বালা সাং বেলচুয়া পাড়া বেতাই নদীয়া পিন-৭৪১১৬৩, আমার কন্যার আধার কার্ডে নাম একতা সন্তু বালা আছে ১২-০৮-২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিটে আমার কন্যা একতা সন্তু বালা থেকে একতা বালা হইল।

নাম-পদবী

আমি হামিদ সেখ ১৪-০৮-২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমি Hamid Sekh, Hamid Akbar Sekh ও Hamid Sk. আমার পিতা Akbar Sekh, Akbar Sk উভয়ে একই ব্যক্তি হইল। আমার আসল নাম Hamid Sekh পিতা- Akbar Sekh গ্রাম ও পোষ্ট- ভালুকা নদীয়া।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 07/05/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 295 নং এফিডেভিট বলে আমি Indrani Sanyal (old name), D/o. Sitesh Ranjan Sanyal, W/o. Rajib Pal, R/o. Farm Side 1 No. Lane, Alexa Hall School, Vidya Bhavan Pally, Simla (CT), Chinsurah R.S., Chinsurah, Hooghly-712102, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Indrani Pal নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Indrani Pal Sanyal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Indrani Pal Sanyal & Indrani Pal D/o. Sitesh Ranjan Sanyal, W/o. Rajib Pal, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 17/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14238 নং এফিডেভিট বলে আমি Atanu Dey S/o. Biswanath Dey ও Atanu De S/o. Biswanath De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 19474 নং এফিডেভিড বলে আমি, Jayprakash Prasad, S/o. Rajgrihi Prasad, সাকিম সাউথ নলডাঙ্গা, ব্যান্ডেল জংশন, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. WB_BR_2012/ 20002/1/330, dated 16/03/2012) আমার/ কন্যার পিতার সঠিক নাম Jayprakash Prasad-এর পরিবর্তে Jay Prakash Prasad লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Jayprakash Prasad লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/ কন্যার পিতা Jayprakash Prasad ও Jay Prakash Prasad S/o. Rajgrihi Prasad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 19475 নং এফিডেভিড বলে আমি, Punam Prasad, W/o. Jayprakash Prasad, হাল সাকিম সাউথ নলডাঙ্গা, ব্যান্ডেল জংশন, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. WB_BR_2012/20002/1/330, dated 16/03/2012) আমার/ কন্যার মাতার সঠিক নাম Punam Prasad-এর পরিবর্তে Punam Devi লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Punam Prasad লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি/ কন্যার মাতা Punam Prasad ও Punam Devi W/o. Jayprakash Prasad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 12/11/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15357 নং এফিডেভিট বলে আমি Surajit Bhattacharjee S/o. Ashok Bhattacharjee ও Surajit Koley S/o. Ashok Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 27/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, দঃ ২৪পরগণা কোর্টে 97038 নং এফিডেভিড বলে আমি, Rajib Pal, S/o. Manoranjan Pal, R/o. Sripur, Sripur Bazar, Balagarh, Hooghly-712514, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 1045/08, dated 09.09.2008) এবং আধার কার্ডে (XXXX XXXX 1926) কন্যার সঠিক নাম Abantika Pal D/o. Rajib Pal-এর পরিবর্তে Abantika Paul D/o. Rajib Paul লিপিবদ্ধ আছে এবং আমার/কন্যার পিতার সঠিক নাম Rajib Pal-এর পরিবর্তে Rajib Paul লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া আমার সঠিক নাম Rajib Pal ও আমার কন্যার সঠিক নাম Abantika Pal লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Rajib Pal ও Rajib Paul এবং আমার কন্যা Abantika Pal ও Abantika Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছে।

গত 11/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13943 নং এফিডেভিট বলে আমি Kh Alauddin Ahmed S/o. Kh Fariduddin Ahmed ও Khondakaralauddin Ahamed S/o. F A Khondakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

IN THE COURT OF THE LD. ADDITIONAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE AT GHATAL-PASCHIM MEDINIPUR

Ref: Matrimonial Suit No: - 259/2026

Smt. Rekha Bag W/O Sri Mohitosh Bag D/O Sri Nemai Chandra Hazra, Resident of village-Jotekeshab, P.O. Palaspai, P.S.-Daspur, Dist-Paschim Medinipur, West Bengal, India, Pin 721146. At Present Residing at the Paternal house at Village-Gobindanagar, P.O.-Chenchua Gobindanagar, P.S.-Daspur, Dist. Paschim Medinipur Pin 721146.

---------------------- **Petitioner**

Versus

Sri Mohitosh Bag, S/O- Late Manik Lal Bag, A permanent Resident of Village- Jotekeshab, P.O- Palaspai P.S.-Daspur, Dist- Paschim Medinipur, West Bengal, Pin-721146.

---------------------- **Respondent.**

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যায় যে, দরখাস্তকারিনী আপনার বিরুদ্ধে উপরোক্ত আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে। আপনাকে আদালত হইতে বারংবার নোটিশ ও রেজেষ্ট্রী খাম উপরোক্ত ঠিকানায় প্রেরন করা হইয়াছে কিন্তু আপনি ইচ্ছাকৃত ভাবে গ্রহন করিতেছেন না এবং তাহা আইনতঃ জারী না হওয়ায় এই বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আপনাকে জানানো যায় যে, উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে আপনি আগামী ইং ০৯/০৯/২০২৬ তারিখে বেলা ১০.৩০ মিঃ নাগাদ স্বয়ং কিংবা নিযুক্তীয় উকিল দ্বারা উপস্থিত হইয়া বক্তব্য জানাইবেন। অন্যথায় আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।
অদ্য সন ২০২৬ সালের তারিখে ১৮ই আগস্ট আমার স্বাক্ষর ও আদালতের শীল মোহর যুক্ত মতে দেওয়া হইল।

অনুমত্যানুসারে
Mahesh Kumar Shaw.
সেরেস্তাদার / Bench Clerk
Court of Ld Additional District & Sessions Judge at Ghatal Dist-Paschim Medinipur, 18/08/26

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

এতদ্বারা সকলকে জানানো হইতেছে যে মলয় কুমার ঘোষ, তন্ময় ঘোষ ও কেকা নাদ, সকলের পিতা-স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর ঘোষ, সাং-বামুনআড়ী, থানা-ডানকুনির বাসিন্দা তাহাদের পক্ষে **(এ.ডি.এস.আর. জনাই, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-৭৩৮১/ ২০২২ নং দলিল মূলে)** তাহাদের নিযুক্তিয় **আমমোক্তার সেখ সাবির আলী,** পিতা- সেখ রহমান, সাং-গুমোডাঙ্গা, থানা-ডানকুনির বাসিন্দা, মহাশয়ের নিকট হইতে জেলা-হুগলী, থানা-ডানকুনির অন্তর্গত, **জে.এল. নং-২৫, বামুনআড়ী মৌজায় অবস্থিত পূর্বাতন ৮৯০ যাহার হাল ২৮৩৯ নং খতিয়ানভুক্ত ঃ- হাল ১৪৮৩ দাগে মোট ৩.৩০ শতক শালি** সম্পত্তি **ও হাল ২০৪৬ নং দাগে ০৮ শতক ‘শুনা’** সম্পত্তি **সেখ আসগার আলী** ক্রয় করিয়া, তাহার পর তিনি নাইসা খাতুন, নূরজাহান বেগম, শাহনওয়াজ সাজিদ, খইরুন নিশা, স্বপ্না খাতুন, তাহেরা পারভীন ও ফারিদা বিবি-দের বিক্রয় করেন এবং তাঁহারা মিউটেশানের আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে শ্রীরামপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে জানাতে পারেন।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী সন্ধ্যা রানী সেন**, স্বামী ৺অসীম কুমার সেন, সাকিম বড়াল লেন, হুগলী, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়া বিগত ইং 30/08/2012 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00152/2012 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী শৈবাল সেন**, পিতা ৺অসীম কুমার সেন, সাকিম বড়াল লেন, হুগলী, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী শৈবাল সেন** মহাশয় বিগত ইং 19/09/2012 তারিখে ডি.এস. আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-05833/2012 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে মেসার্স সুমঙ্গল ইনস্টিটিউট বিসনেস্ এ্যাডমিসট্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড সাকিম ৩৩/এ জহরলাল নেহেরু রোড, চ্যাটার্জ্জী ইন্টারন্যাশানাল সেন্টার, ৯ম ফ্লোর, কলি-৭১ এর পক্ষে ডাইরেক্টর **শ্রী সুব্রত অধিকারী** পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র অধিকারী মহাশয়কে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, **শ্রী সুব্রত অধিকারী** মহাশয়ের (২০২২ সালে) মৃত্যুর পূর্বেই তাহার স্ত্রী **শ্রীমতী মধুমিতা অধিকারী**, উক্ত প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন এবং কোম্পানির আইন অনুযায়ী **শ্রীমত্যা মধুমিতা অধিকারী**, স্বামী ৺সুব্রত অধিকারী মহাশয়া উক্ত খরিদা সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ১৬/০৬/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04832/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী মায়ারানী দাস,** স্বামী শ্রী বাদল দাস, সাকিম ছোট খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১ মহাশয়াকে নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করেন। <u>**তপশীল**</u> - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ছোট খেজুরিয়া, ৪৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২২০/১ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৩ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ১৫০ শতকের মধ্যে ০১ কাঠা ০৫ ছটাক ৩৫ বর্গফুট বা ২.২৪৫৮ শতক উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী মায়ারানী দাস,** স্বামী শ্রী বাদল দাস, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল. আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

-ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ-

এতদ্বারা সকলকে জানানো হইতেছে যে, **১) তপতী পাল, স্বামী-স্বর্গীয় ষষ্ঠী চরন পাল, ২) শ্রীকান্ত পাল, ৩) লাল্টু পাল, উভয়ের পিতা- স্বর্গীয় ষষ্ঠী চরন পাল,** সাং- ১০ নং এন.সি. পাকড়াশী লেন, থানা-রিষড়া, এলাকার বাসিন্দা তাঁহাদের পক্ষে **(এ.ডি.এস.আর.-শ্রীরামপুর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-১০৮৯/২০২১ নং দলিল মূলে)** তাঁহাদের নিযুক্তিয় আমমোক্তার ডানকুনি থানার অন্তর্গত, ভাদুয়া গ্রামের নিবাসী **সেখ মোজাম,** পিতা-সেখ জয়নাল, মহাশয়ের নিকট হইতে **জেলা-হুগলী, শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত, জে.এল. নং-২১, বাঙ্গীহাট মৌজায় অবস্থিত হাল ৫১৩নং খতিয়ানভুক্ত ঃ- হাল ৫৬৩ নং দাগে ৪.৩২ শতক ‘বাস্তু’ সম্পত্তি ও হাল ৫৬৪ নং দাগে ০৮ শতক ‘ভিটি’ সম্পত্তি সেখ আসিফ হোসেন,** মহাশয় ক্রয় করিয়াছেন এবং তিনি মিউটেশানের আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে শ্রীরামপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে জানাইতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী টুডু ওরফে স্বপন টুডু** স্বামী স্বপন টুডু, সাকিম উত্তর পাড়া, নিমডাঙ্গা, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৪০২, মহাশয়া তাহার তফশিলি উপজাতি সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহা জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী এর সামীল, ৫৮ নং জে. এল. ভুক্ত, পারাম্বুয়া মৌজায়, হাল এল.আর. ৯১৭ নং খতিয়ানে, এল.আর. ২৫১৪, ২৫৪১, ২৫৪২, ২৫৪৩ ও ২৫৪৪ নং দাগে শুনা জমি, ৩৭ শতক সম্পত্তি তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার মক্কেলের সহিত **(ফোন নং-৭৬০২৪৭১১৬৬)** যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমার মক্কেল নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন সম্পন্ন করবেন।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল **সন্ধ্যা মান্ডি ওরফে সন্ধ্যা মান্ডি বৈদ্যনাথ** স্বামী বৈদ্যনাথ মান্ডি, পিতা সুমায় টুডু, সাকিম রাজিপুর, কানানদী, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২, মহাশয়া তাহার তফশিলি উপজাতি সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহা জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী এর সামীল, ৫৮ নং জে. এল. ভুক্ত, পারাম্বুয়া মৌজায়, হাল এল.আর. ১২৯২ নং খতিয়ানে, এল.আর. ২৫১৪, ২৫৪১, ২৫৪২ ও ২৫৪৪ নং দাগে শুনা জমি, ৩৫ শতক সম্পত্তি তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিবেন। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার মক্কেলের সহিত **(ফোন নং-৭০৬৩৭০৫৮৮৪)** যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমার মক্কেল নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন সম্পন্ন করবেন।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

LOSS OF SHARE CERTIFICATE

Notice Is Hereby Given That Share Certificate(s) No. 88233, 88234, 88235, 88236, 88237, 88238, 88239 For 655 Equity Shares Of Face Value Of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) Each Bearing Distinctive Nos. 9944637-9944736, 9944737-9944836, 9944837-9944936, 9944937-9945036, 9945037-9945136, 9945137-9945236, 9945237-9945291 of IFB Industries Limited, Registered In The Name Of Sagarmal Mall has been Lost And Has Been Applied To The Company To Issue Duplicate Certificate(s).
Any Person Who has any Claim In Respect Of The Said Shares Certificate(s) Should Lodge Such Claim With The Company At Its Registered Office 14, Taratolla Road, Kolkata - 700088, West Bengal (India), Within 15 Days Of The Publication Of This Notice, After Which No Claim Will Be Entertained And The Company Will Proceed To Issue Duplicate Share Certificate(s).

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, অ্যাক্ট আরামবাগ জেলা- হুগলী

<u>এম.সি. নং-২৪।২০২২ (এ্যাক্ট ৩৯)</u>

দরখাস্তকারীঃ- সোমনাথ ঘোষ, পিতা-মৃত নীপক ঘোষ, সাং- মধ্যারঙ্গ, পোঃ-রাজহাটী বন্দর, থানা-খানাকুল, জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২৪১৭।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী হুগলী জেলার খানাকুল থানার অধীন মধ্যারঙ্গ গ্রামের মৃত নীপক ঘোষ, পিতা- মৃত যতীন ঘোষ এর নিম্ন তপশীল বর্ণিত গচ্ছিত টাকার সম্বন্ধে সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য উপরোক্ত আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া জানাতে পারেন। অন্যথায় এক তরফা শুনানী হইবে।

<u>তপশীল</u>

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	পরিমান টাকা
১.	লিভ সালারী	৬,১৭৮ টাকা।
২.	ডি.সি.আর.জি. মানি,	৩,৭০,৬৫৬ টাকা
৩.	জি.আই.এস. মানি,	৩৪,৯৩৬ টাকা

মোট পরিমান- ৪,১১,৭৭০ টাকা ও ইন্টারেস্ট- (চার লক্ষ এগার হাজার সাত শত সত্তর টাকা) ও ইন্টারেস্ট।

আদেশ অনুসারে।
সৌলেন সেনগুপ্ত
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, আরামবাগ, হুগলী।

NOTICE

In The Court of the learned Civil Judge (Senior Division) at Sealdah
Title Suit No. 54 of 2013

Narendra Kumar Sahni, Son of late K. L. Sahni, Aged about 75 years, by faith-Hindu, by occupation - Business, residing at 18A, Park Street, 5B, Stephen Court, under police Station - Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 016.

...*Plaintiff/Petitioner*

-Versus-

Sekhar Mukherjee, Son of late Purna Chandra Mukherjee, residing at 26B, Upendra Chandra Banerjee Road, also known as 26B, Kankurgachi Road, under police station - Phoolbagan, Kolkata - 700 054.

...*Defendant/Opp. Parties*

To,
Sekhar Mukherjee, Son of late Purna Chandra Mukherjee, residing at 26B, Upendra Chandra Banerjee Road, also known as 26B, Kankurgachi Road, under police station - Phoolbagan, Kolkata - 700 054.

...*Defendant/Opp. Parties*

Whereas a title suit has been filed by the plaintiff above named before this court on 11.04.2013 For recovery of mortgage loan and other consequential reliefs valued at Rs. 14,49,100.00/- against the defendant above named.

Now it is noticed for general information that any person having any objection thereto, may appear in person or through authorized agent before the learned Civil Judge (Senior Division) at Sealdah on 21.09.2026 at 10.30 A.M and to file objection if any, in default the suit will be heard and determined exparte in accordance with law.

Monalisa Das
Sd/- Serestadar
Civil Judge (Sr. Divn.), Sealdah
South 24 Parganas

Date : 14/08/2026

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ১৯ অগস্ট ২০২৬, ১ ভাদ্র ১৪৩৩, বুধবার

বনকর্মীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা

১০ কোটি বৃক্ষরোপণে জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর আগেই বন দপ্তরের বিভিন্নস্তরের কর্মীদের জন্য বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার কলকাতার মোহরকুঞ্জে ‘সবুজ স্বাধীনতা’ কর্মসূচির উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে তিনি জানান, আগামী অক্টোবর মাস থেকে রাজ্যের প্রায় ৫০০ জন রেঞ্জারের মাসিক বেতন ৫ হাজার টাকা, ৫০০ জন বিট অফিসারের বেতন ৫ হাজার টাকা এবং ৬৫০ জন ফরেস্ট গার্ডের বেতনও ৫ হাজার টাকা করে বাড়ানো হবে। পাশাপাশি ১,৫০০ জন বন সহায়কের মাসিক ভাতা ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার টাকা করা হচ্ছে। দুর্গাপুজোর আগেই এই বর্ধিত সুবিধা কার্যকর হবে বলে ঘোষণা করেন তিনি।

এরপরই পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে এক দিনে অর্ধকোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, চলতি বর্ষায় পশ্চিমবঙ্গে ১০ কোটি গাছ লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সরকার এগোচ্ছে। শুধু এ বছরই নয়, আগামী বছরে সেই লক্ষ্য বাড়িয়ে ২০ কোটি গাছে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভবানীপুর বিধানসভা এলাকায় তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী এক লক্ষ গাছ লাগানোর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার ৫০ হাজার গাছ রোপণ করা হচ্ছে এবং বাকি গাছও অল্প সময়ের মধ্যেই লাগানো হবে।তবে গাছ লাগিয়েই দায়িত্ব শেষ নয় বলেও স্পষ্ট বার্তা দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, অন্তত দু’ থেকে তিন বছর প্রতিটি চারার পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে। ‘বিকশিত ভারত জি রামজি’ প্রকল্পের আওতায় সেই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্রথমে ৭ কোটি ২০ লক্ষ গাছ লাগানোর পরিকল্পনা থাকলেও পরে সেই লক্ষ্য বাড়িয়ে ১০ কোটি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ ২৬ কোটি গাছ লাগাতে পারলে, পশ্চিমবঙ্গও ১০ কোটি গাছ লাগাতে সক্ষম বলেই তিনি মন্তব্য করেন।কলকাতায় দ্রুত কংক্রিটের জঙ্গল বাড়ছে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শহরকে বাঁচাতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে বড় আকারে সবুজায়ন জরুরি। আবাসন নির্মাতাদেরও জমির একটি বড় অংশ সবুজায়নের জন্য সংরক্ষণের আহ্বান জানান তিনি।

সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষায় ম্যানগ্রোভের গুরুত্ব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে সুন্দরবনে ৩ কোটি ম্যানগ্রোভ গাছ লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা কমাতে নারকেল ও সুপারি গাছ বেশি করে লাগানোরও আহ্বান জানান তিনি।অনুষ্ঠানের শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিবেশ রক্ষার এই লড়াই শুধু সরকারের একার নয়। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের অংশগ্রহণেই সবুজ ও টেকসই পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলা সম্ভব।

জাতীয় শিক্ষানীতির বাস্তবায়নে দিশা রাজ্যপালের

শিক্ষক-হাজিরায় কড়া শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানদের নিয়ে দু’দিনের চিন্তন বৈঠক মঙ্গলবার থেকে শুরু হল। রাজ্যে উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-এর বাস্তবায়ন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত পঠনপাঠনের পরিবেশ নিয়ে সেখানে আলোচনা হবে। মঙ্গলবার বৈঠকের প্রথম দিন জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের বিষয়ে দিশা দেন রাজ্যপাল আরএন রবি। এই বৈঠকের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিত উপস্থিতির বিষয়টি সামনে আনেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা নিয়মিত না এলে পড়াশোনার স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করা কঠিন। আর উপাচার্যদেরই এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি কলেজে শিক্ষকদের উপস্থিতি নিয়ে জগন্নাথ বলেন, করোনা পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের উপস্থিত থেকে পরানোর হার ব্যাপক কমেছে। এটা কঠিন বাস্তব।

করোনার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে জানান তিনি। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ এসেছে এবং সেগুলির তদন্ত চলছে বলেও জানান মন্ত্রী। এদিন নিয়মিত ক্লাস নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব উপাচার্যদের উপরই দিতে চান শিক্ষামন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘শিক্ষাদপ্তর, শিক্ষামন্ত্রীদের মূল কাজ, যাতে কলেজ শিক্ষকরা নিয়মিত কলেজে গিয়ে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করেন। আজ উপাচার্যদের বললাম, কলেজ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কলেজে গিয়ে পড়াতে হবে।’

প্রতি সপ্তাহে এক-দু’দিন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে দায়িত্ব পালন করার অভ্যাস নিয়েও কড়া অবস্থান নিয়েছেন মন্ত্রী। ২০০-৩০০ কিলোমিটার দূর থেকে যাতায়াত করতে হয়, এই কারণ দেখিয়েও নিয়মিত প্রতিষ্ঠানে না-আসার সুযোগ থাকবে না বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, শিক্ষকরা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত থাকলে ছাত্রছাত্রীদেরও শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি বাড়ানো সম্ভব হবে।

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কতজন শিক্ষক নিয়মিত আসছেন, সেই হিসাব সরকারের কাছে রয়েছে বলেও জানান উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী। যদিও কোনও শিক্ষক সংগঠন বা কোনও অধ্যাপক মঞ্চ শিক্ষকদের কাজের ক্ষেত্রে বাধা দিলে বিষয়টি উপাচার্যদের জানাতে বলেছেন তিনি। প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী।

তবে প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষা দপ্তর হস্তক্ষেপ করতে চায় না বলেও এদিন জানান মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তবে উপাচার্যদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালনের ওপর জোর দিয়ে মন্ত্রী জানান, কলেজের শিক্ষকরা যাতে নিয়মিত ক্লাস নিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতরেই করতে হবে। এছাড়াও চিন্তন বৈঠকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাস্তবায়নের বিষয়টিও বর্তমানে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার মান বাড়ানোর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাঠ্যক্রমে সামঞ্জস্য আনার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন জগন্নাথ। সেখানে পঠনপাঠনের মান কী ভাবে উন্নত করা যায়, তা নিয়েও রাজ্যজুড়ে পরিকল্পনা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। এছাড়াও সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি কলেজগুলির পড়াশোনার পরিবেশ নিয়েও নজর রাখা হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। শুধু পরিকাঠামো তৈরি নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিত উপস্থিতি, ক্লাস হওয়া এবং ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পরিবেশ ঠিক রাখার ওপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে।

দু’দিনের এই বৈঠকে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানদের উপস্থিতি থাকায় উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে মতবিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। প্রথম দিনেই এক দিকে জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকরের দিশা, অন্য দিকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার বার্তাসহ দুই বিষয়ই সামনে উঠে এল।

বিরোধী দলনেতা পদে ঝুলে ঋতব্রতর ভবিষ্যৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পদে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের থাকার ভবিষ্যৎ ঝুলেই রইল। স্পিকারের সিদ্ধান্তকে সরাসরি খারিজ না-করলেও, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সংক্রান্ত স্পিকারের পদক্ষেপটি যে সম্পূর্ণ ‘অস্থায়ী’, তা স্পষ্ট জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা সরকারের ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী দু’মাসের মধ্যে সিঙ্গল বেঞ্চকে এই স্পর্শকাতর মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার কড়া নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। ফলে আগামী ৬০ দিন পর বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার কুর্সিতে ঋতব্রত থাকবেন, নাকি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বসবেন, তা নিয়ে আইনি জট এখন সিঙ্গল বেঞ্চের দিকেই গড়াল।

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে ৮০টি আসনে জয়লাভ করে প্রধান বিরোধী দলের খেতাব পায় তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে পরিষদীয় দলনেতা তথা বিরোধী দলনেতা হিসেবে মনোনীত করেন। গত ৯ মে সেই সংক্রান্ত চিঠি বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোসের কাছে পাঠানো হলেও অভিযোগ ওঠে, তিনি চিঠির বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করেননি।

ঘটনার নাটকীয় মোড় ঘোরে তার পরেই। প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনে ৮০টি আসনে জয়লাভ করে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী সময়ে দলের অন্দরে অসন্তোষ দানা বাঁধে এবং বিধায়কদের একাংশ শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। সেই পরিস্থিতিতে দলের চেয়ারপার্সন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবীণ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে পরিষদীয় দলনেতা তথা বিরোধী দলনেতা হিসেবে মনোনীত করেন। গত ৯ মে সেই মর্মে বিধানসভার অধ্যক্ষের কাছে চিঠি পাঠানো হলেও, স্পিকার সেই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করেননি বলে অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যেই দলের সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা না-করে ৫৮ জন বিধায়কের সমর্থন জোগাড় করে বিরোধী দলনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ঘটনার আগেই গত ১ জুন ‘দলবিরোধী কার্যকলাপের’ অভিযোগে ঋতব্রতকে দল থেকে বহিষ্কার করেছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে এদিন শুনানি চলাকালীন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোসের আইনজীবী সওয়াল করেন, ‘৫৮ জন বিধায়ক স্বাক্ষর করে তাঁদের বিরোধী দলনেতার নাম প্রস্তাব করেছিলেন। সেটি মেনে নেওয়া ছাড়া অধ্যক্ষের কাছে অন্য কোনও পথ ছিল না।’

স্পিকারের এই পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন প্রবীণ তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শুনানিপর্বে ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় অধ্যক্ষের আইনজীবী ও তাঁর অবস্থানকে। কেন প্রথম চিঠিকে হঠাৎধামাচাপা দিয়ে দ্বিতীয় চিঠির ভিত্তিতে সিদ্ধান্তনেওয়া হল,তা জানতেচায় আদালত। স্পিকারেরতরফে আইনজীবী সওয়ালকরেন,‘৫৮ জন বিধায়কেরস্বাক্ষরিত প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া স্পিকারের কাছে আর অন্য পথ ছিল না।’

এর জবাবে ডিভিশন বেঞ্চ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে, ‘একপক্ষ ক্ষমতাবান, অন্যপক্ষ ক্ষমতাহীন, যদিও তাঁরা একই দলের বিধায়ক। এই অবস্থায় স্পিকার আর কীই বা করতে পারেন!’অন্য দিকে, স্পিকারের নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত সওয়ালে লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিরপেক্ষ সংসদীয় ভূমিকার ভূমিকার কথা তুলে ধরেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ ও আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে ডিভিশন বেঞ্চ আপাতত এই সিদ্ধান্তকে অস্থায়ী তকমা দিয়ে দু’মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। আদালত স্পষ্ট করেছে, এই সময়ের মধ্যে সিঙ্গল বেঞ্চেই হলফনামা আদান-প্রদান ও যুক্তিতর্ক শেষে নির্ধারিত হবে বিধানসভার বিরোধী দলনেতার আইনি ফয়সালা।

নেপালের ধর্মসভার আড়ালে ভারতজুড়ে জাল বিছানোর ছক!

বিস্ফোরক জবানবন্দি ধৃত পাক চরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক ধর্মসভার আড়ালে চলত ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। হিমালয়ের কোলে তবলিঘি জামাতের বিশালাকার সমাবেশকে হাতিয়ার করেই তৈরি হয়েছিল ভারতে অশান্তি ছড়ানোর নীল নকশা। কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স বা এসটিএফের জালে ধৃত পাকিস্তানি গুপ্তচর রানা রউফ খালিদ ওরফে সানি ওরফে ওয়াহাব আলমকে জেরা করে বিস্ফোরক সব তথ্য উঠে এল গোয়েন্দাদের হাতে।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নেপালের সাপতারি জেলার বোদবারসাইন এলাকায় আয়োজন করা হয় ‘আলামি তবলিঘি ইজতেমা’। সেই আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সমাবেশে ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, কুয়েত ও কাতার থেকে যোগ দিয়েছিলেন কয়েক লক্ষ মানুষ। ধর্মীয় জমায়েতের এই সুযোগকেই কাজে লাগায় পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। সমাবেশে যোগ দেওয়ার বাহানায় ছদ্মবেশে উপস্থিত হন একাধিক শীর্ষস্থানীয় আইএসআই আধিকারিক। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল ভারত ও বাংলাদেশে অবাধ যাতায়াত রয়েছে এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে চর হিসেবে তাঁদের নিয়োগ করা। ধৃত পাক চর রানা রউফ নিজেও ওই সমাবেশে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিল। চক্রান্ত সফল করতে সমাবেশের আড়ালেই গোপন বৈঠক সারে পাক গুপ্তচর কর্তারা। রানার পাশাপাশি সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিল নেপালে কর্মরত আরও পাঁচ পাকিস্তানি। এরা হল কাশিফ, হানিফ চৌধুরি, সোহায়েল, জেডি এবং হারুণ সফদার। বৈঠকে স্থির হয়, কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের একাধিক রাজ্যে নেটওয়ার্ক বিস্তার করা হবে। বিনিময়ে এজেন্টেদের হাতে হাওলা মারফত পৌঁছে যাবে বিপুল অঙ্কের টাকা।

পাশাপাশি তদন্তকারীদের তরফ থেকে এও দাবি করা হয়েছে, ভারতের সীমান্তবর্তী নেপালের দক্ষিণাঞ্চলের কৌশলগত এলাকাগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল গোপন সেল তৈরির জন্য। বিশেষ করে মাহোত্তারি, রাউতাহাত, পার্সা, কপিলাবস্তু, সুনসারি, বাঁকে এবং বরা অঞ্চলে আইএসআই-এর ঘাঁটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া রাজধানী কাঠমান্ডু ও তার আশপাশের এলাকাতেও ঘাঁটি বানানোর ছক ছিল রানাদের। আইএসআই কর্তাদের নির্দেশেই ধৃত রানা ও তার সঙ্গীরা ভুয়ো পরিচয়পত্র বানিয়ে কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের একাধিক এলাকায় ঢোকে। দীর্ঘদিন ধরে ছদ্মবেশে থেকে তারা এখানে দেশবিরোধী চরবৃত্তির সেল তৈরির কাজ চালাচ্ছিল। এখানেই শেষ নয়, গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন যে নেপালের প্রায় ১৫টি সংগঠনের আড়ালেও চলত জঙ্গি ও চরবৃত্তির কারবার। ওই সংগঠনগুলির সদস্যদেরও ভারতের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা ছিল আইএসআইয়ের। ধৃতকে লাগাতার জেরা করে এই আন্তর্জাতিক চক্রের শিকড়ে পৌঁছনোর চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

স্কুলের সময়ে শিক্ষকদের জনগণনার কাজে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট, হলফনামা তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুলের স্বাভাবিক পঠনপাঠনের সময় শিক্ষকদের দিয়ে জনগণনার প্রশাসনিক কাজ করানো নিয়ে রাজ্য সরকারের ওপর চূড়ান্ত ক্ষোভ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। তাও আবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টের মতো মূল ক্লাসের সময়ে। এমনকি শনি ও রবিবারের মতো ছুটির দিনগুলিতেও শিক্ষকদের এই কাজে নিযুক্ত করা হচ্ছে কেন, তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে ভেঙে না-পড়ে এবং পঠনপাঠন স্বাভাবিক রাখা যায়, সে বিষয়ে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে তা বিস্তারিত জানিয়ে অবিলম্বে হলফনামা পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আগামী বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

জনগণনার কাজে একতরফাভাবে শিক্ষকদের নামানোর সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের হয়। এদিন সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি কৃষ্ণা

রাও বেশ কিছু কড়া প্রশ্ন তোলেন। আদালত ক্ষোভ প্রকাশ করে জানতে চায়, পঞ্চায়েত, পুরসভা, জেলা পরিষদ ও বিধানসভার মতো একাধিক সরকারি দপ্তরে বিপুল সংখ্যক কর্মী থাকা সত্ত্বেও কেবল স্কুলশিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদেরই কেন এই কাজে নামানো হল তা নিয়ে।

এ ব্যাপারে বিচারপতির স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, বিদ্যালয়ের মূল কাজ হলো ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান। ক্লাসের সময়ে সেই কাজ ব্যাহত করে এই ধরনের সমীক্ষা বা প্রশাসনিক কাজ চালানো কতটা যুক্তিসঙ্গত তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। পাশাপাশি আদালত স্মরণ করিয়ে দেয়, সুপ্রিম কোর্ট কখনই স্কুলের সময়সূচি বজায় রেখে বাধ্যতামূলকভাবে সমীক্ষা চালানোর কোনও নির্দেশ দেয়নি। শুনানি চলাকালীন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল পালটা যুক্তি দিয়ে জানান, কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করার জন্যই শিক্ষকদের যুক্ত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রয়োজন পড়লে কাজের সময়সীমাও বাড়ানো হতে পারে বলে তিনি জানান। কিন্তু তাঁর এই যুক্তিতে একেবারেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি হাইকোর্ট।

পরবর্তী নির্দেশনায় আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, রাজ্য সরকারের পাশাপাশি জনগণনা কর্তৃপক্ষকেও তাদের কাজের সময়সীমা এবং সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি আদালতে পরিষ্কার করতে হবে। বিচারপতি রাও হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি যদি পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে অবিলম্বে কোনও সুনির্দিষ্ট সমাধানসূত্র বের না-করে, তবে আগামী দিনে আদালত নিজেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও রায় ঘোষণা করবে।

তারাপীঠে অগ্নিকাণ্ডের পর কড়া নিরাপত্তা, পর্যটন কেন্দ্রে নয়া গাইডলাইনের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: তারাপীঠের সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর রাজ্যের সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রে হোটেল ও আবাসনগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার। পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানিয়েছেন, তারাপীঠের ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। পর্যটন দপ্তর নিজে অগ্নিনিরাপত্তার ছাড়পত্র না-দিলেও, ভবিষ্যতে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্রের জন্য একটি অভিন্ন নিরাপত্তা নির্দেশিকা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে। সেই নির্দেশিকা কার্যকর করতে স্থানীয় প্রশাসন ও দমকল দপ্তরের সহযোগিতা নেওয়া হবে।

মঙ্গলবার নবান্নে সরকারের ১০০ দিনের কাজ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তারাপীঠের অগ্নিকাণ্ড প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলেন, ‘তারাপীঠে পুণ্যার্থীরা যান। ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তারাপীঠ যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র, তাই এই ঘটনাকে আমরা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি। ভবিষ্যতে প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রে হোটেল-সহ সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোর জন্য একটি গাইডলাইন তৈরির কথা ভাবছি।’

একই সঙ্গে পর্যটন দপ্তরের আগামী দিনের রূপরেখাও তুলে ধরেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন অবহেলিত থাকা পর্যটন দপ্তরকে রাজ্যের অন্যতম অগ্রণী দপ্তরে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়েই কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই নতুন পর্যটন নীতি তৈরির কাজ এগিয়েছে। নতুন হোমস্টে নীতি, শহরাঞ্চলে ‘বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট’ প্রকল্প, মহিলা ও আদিবাসী পরিচালিত হোমস্টেকে বিশেষ উৎসাহ এবং ‘গ্রিন হোমস্টে সার্টিফিকেশনে’র মতো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

পর্যটনে বিনিয়োগ বাড়াতে শিল্পনীতির সঙ্গেও পর্যটনকে যুক্ত করার পরিকল্পনার কথা জানান শঙ্কর। তাঁর দাবি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার পাশাপাশি পর্যটনও ভবিষ্যতে বিনিয়োগের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হবে। চা বাগান পর্যটন, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম এবং মেডিক্যাল ট্যুরিজম নিয়েও পৃথক নীতি তৈরির কাজ চলছে।উত্তরবঙ্গকে ঘিরে একাধিক নতুন পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। দার্জিলিংয়ে ‘টি ফেস্টিভ্যাল’, সিটঙে ‘অরেঞ্জ ফেস্টিভ্যাল’, মেঘমা থেকে

সান্দাকফু পর্যন্ত বিশেষ ট্রেকিং কর্মসূচি এবং চা বাগানের বাংলোকে পর্যটকদের রাত্রিবাসের উপযোগী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি চা বাগানের শ্রমিকদের অংশগ্রহণে উচ্চমানের হোমস্টে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে।

মন্ত্রী জানান, ‘ওয়ান স্টেট, ওয়ান গ্লোবাল ডেস্টিনেশন’ প্রকল্পে দার্জিলিংয়ের পাশাপাশি সুন্দরবনকেও আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের ‘স্বদেশ দর্শন ২.০’ প্রকল্পে মিরিক, ধানকুড়িয়া ও দার্জিলিংয়ের জন্য ১২৯ কোটি টাকার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া রোপওয়ে, গজলডোবা, নবদ্বীপ থিম পার্ক, টাকি-সহ বিভিন্ন প্রকল্প মিলিয়ে আরও ৪৬৮ কোটি টাকার প্রস্তাব কেন্দ্রে জমা দেওয়া হয়েছে।

পর্যটন পরিষেবাকে আরও প্রযুক্তিনির্ভর করতে নতুন মোবাইল অ্যাপ ও ওয়েবসাইট চালুর কথাও জানান শঙ্কর। সেই অ্যাপের মাধ্যমে হোমস্টে, ট্যুর অপারেটর, গাড়ি ও ট্যাক্সি পরিষেবার অনলাইন নথিভুক্তিকরণ হবে। পাশাপাশি পর্যটকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য রাজ্যজুড়ে একীভূত হেল্পলাইন চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে।মন্ত্রী জানান, আগামী ১১ সেপ্টেম্বর চন্দননগরের ঐতিহাসিক ফরাসি রেজিস্ট্রি ভবনের পুনর্নির্মাণ প্রকল্পের সূচনা হবে। ২ অক্টোবর ব্যারাকপুরে ‘রাজ থেকে স্বরাজ’ থিমে ‘উৎসধারা’ প্রকল্প এবং ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজোর দিন কলকাতার ময়দানে ঘুড়ি ও বেলুন উৎসবেরও আয়োজন করা হবে।

পর্যটন দপ্তরের আধিকারিকদের জন্য নির্দিষ্ট ড্রেস কোড চালুর সিদ্ধান্তের কথাও জানান শঙ্কর ঘোষ। নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে বাংলার ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরার নির্দেশিকা তৈরির কাজও চলছে বলে তিনি জানান। তাঁর কথায়, ‘পর্যটন দপ্তরকে আর অবহেলিত দপ্তর হিসেবে নয়, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।’

EKDIN 19.08.2026 PAGE 4_Layout 1 8/18/2026 9:20 PM Page 1

সম্পাদকীয়

দেড় কোটি মহিলার অ্যাকাউন্টে টাকা, ক্রমশ ভোঁতা হচ্ছে বিরোধীদের ‘অন্নপূর্ণা অস্ত্র’

বিরোধীদের যাবতীয় সমালোচনা ও অপপ্রচার উড়িয়ে রাজ্যের প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকতে শুরু করেছে চলতি সপ্তাহের সোমবার থেকে। সৌজন্যে রাজ্যের বিজেপি সরকারের অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্প। এতে ব্যাপক খুশি ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্যের অধিকাংশ মহিলা ও তাদের পরিবারে। আর এতেই এক ধাক্কায় বিরোধীদের অনেক অস্ত্রই ভোঁতা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যারা বলেছিল, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, পুরোটাই নির্বাচনী গিমিক। বিজেপি সরকার কোনওদিনই এই ভাতা দেবে না। এই সব অপপ্রচারে জনগণের একাংশ বিভ্রান্ত হলেও বেশির ভাগ মানুষেরই বিশ্বাস ছিল, ক্ষ্মমোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায় ।ক্ষ্ম বাস্তবে সেটাই হল। ক্ষমতায় আসার প্রথম দু'মাসে প্রথম সপ্তাহেই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া হয়েছিল। জুলাই মাসে টাকা দেওয়া হয়েছিল ১.২০ কোটি মহিলাকে। ৩১ জুলাই পর্যন্ত জমা পড়া সমস্ত আবেদন যাচাই করে আগস্ট মাসের ১৭ তারিখ টাকা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩১ জুলাই পর্যন্ত মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ আবেদন এসেছে। এর মধ্যে ১ কোটি ৬২ লক্ষ আবেদনপত্রের যাচাই সম্পূর্ণ হয়েছে। তাঁদের মধ্য থেকেই ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মহিলা এমাস থেকে টাকা পাবেন। উপভোক্তার সংখ্যা গত মাসের চেয়ে এবার ২৫ লক্ষ বেশি। এই যাচাই পর্ব মিটলে তারপর নতুন আবেদন জমা নেওয়াও হবে। উপভোক্তা তালিকার বাইরে রাখা হয়েছে ১৭ লক্ষ আবেদনকারীকে। এই নিয়েও বাজার গরম করার চেষ্টা করছে বিরোধীরা। কিন্তু বাস্তবটা হল, এদের মধ্যে ১০ লক্ষ আবেদনকারী টাকা পাননি শুধু আধার কার্ড সংক্রান্ত সমস্যায়। কারও ক্ষেত্রে আধার কার্ডের নামের সঙ্গে ব্যাঙ্কের নাম মেলেনি। বহু আবেদনকারীর ক্ষেত্রে আধার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ‘সিডিং’ নেই। এছাড়াও আয়কর প্রদান, ১০ হাজার টাকার বেশি মাসিক আয় বা শহর এলাকায় বাড়িতে তিনটি পাকা ঘর আছে, তাদেরও তাঁদেরও তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়েছে। অন্নপূর্ণা যোজনার সোশ্যাল রেজিস্ট্রি পোর্টালে গিয়ে টাকা না পাওয়ার কারণ দেখতে পাবেন আবেদনকারীরা। ফলে বিরোধীরা যা বলছে, তা শুধুই বিভ্রান্তি ছড়ানো ছাড়া কিছু নয়।

শব্দছক ২৪৬

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. দুঃখের বিপরীত ২. চাপরাস ৫. হিন্দীতে পুরুষমানুষ ৬. রম্ভা ৭. সাদা রঙের পাখি ৯. আয়ব্যয় ১১. সমৃদ্ধি ১৩. শরীরের নিপাতন ১৬. দোকানী ১৮. ফুল দিয়ে গাঁথা হার ১৯. পক্ক ২০ জাতীয় পশু ২১. ভোমরা ২২. কঙ্কন

ওপর-নিচ: ১১. শুভ সংবাদ ২. অর্থকরণ ৩. চিনির রস থেকে প্রস্তুত সাদা রঙের মিষ্টান্ন ৪. কালোরঙের বিষাক্ত সাপ ৬. হস্ত ৮. স্বপ্ন ১০. ওস্তাদ কারিগর ১২. রান্না ১৩. বাদশাহের আলোচনা সভা ১৪. লক্ষ্মীদেবী ১৫. ফালি-ফালি করা ১৬. বর্ষার এক ফুল ১৭. পিতার অনুজ

সমাধান ২৪৫ — পাশাপাশি: ১. ডানদিক ৪. ক্ষমা ৬. কাল ৭. তিমির ৯. মাপ ১০. সিমলা ১১. কিশলয় ১২. অবিচার ১৪. প্রবাহ ১৫. বিল ১৬. কদর ১৭. সঙ্গ ১৮. মরু ১৯. তপোবন

ওপর-নিচ: ১. ডাকাডাকি ২. নল ৩. কতিপয় ৫. মাতলা ৮. রসিকবিল ৯. মালবাহক ১২. অবিরত ১৩. রণাঙ্গন ১৪. প্রথম ১৭. সব

আজকের দিন

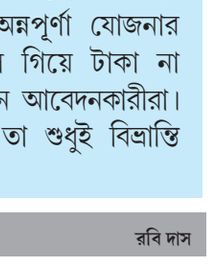

- **১৭৫৭ —** কলকাতা টাকশাল সর্বপ্রথম এক টাকার মুদ্রা তৈরি করে।
- **১৯৪৯ —** ভুবনেশ্বর আনুষ্ঠানিকভাবে কটকের পরিবর্তে ওড়িশার রাজধানী হয়।
- **১৯৯১ —** মিখাইল গর্বাচেভের বিরুদ্ধে একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান হয়, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

জন্মদিন

১৯৫০ বিশিষ্ট প্রকৌশল শিক্ষক ও লেখক সুধা মূর্তির জন্মদিন।
১৯৬৭ বিশিষ্ট লেখক ও অভিনেত্রী নন্দনা দেবসেনের জন্মদিন।
১৯৮৬ মডেল ও চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মধুরিমা তুলির জন্মদিন।

নন্দনা দেবসেন

বাংলার উত্থান: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম ১০০ দিন

কে. কে. উপাধ্যায়

(রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক)

ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম ১০০ দিন পূর্ণ হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে। এই সময়ে স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, নারীকল্যাণ, সীমান্ত নিরাপত্তা এবং কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়সহ একাধিক ক্ষেত্রে নেওয়া সিদ্ধান্তকে সরকার তার সাফল্য হিসেবে তুলে ধরছে। শুভেন্দু অধিকারীর কাছে এই প্রথম ১০০ দিন ছিল প্রশাসনের নতুন দিশা নির্ধারণ এবং বহুদিনের অমীমাংসিত সমস্যার সমাধানের পথে যাত্রা শুরু করার সময়।

তাঁর শাসনদর্শনের মূল ভাবনা একটিই - বাংলার তরুণ-তরুণীদের কাজের সন্ধানে রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র যেতে হবে না; সুযোগ তৈরি হবে বাংলার মাটিতেই। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজ ডিগ্রি, স্বপ্ন আর প্রত্যাশা নিয়ে বেঙ্গালুরু, মুম্বই, দিল্লি কিংবা হায়দরাবাদে পাড়ি দিয়েছে। নতুন সরকার স্থানীয় কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়ে এমন একটি বাংলা গড়ার লক্ষ্য নিয়েছে, যেখানে ভবিষ্যৎ গড়তে আর রাজ্য ছাড়ার প্রয়োজন হবে না।

সরকারি চাকরিতে বয়সসীমা বৃদ্ধি

এই সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো সরকারি চাকরিতে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা বাড়ানো। নতুন নিয়ম অনুযায়ী;

গ্রুপ ‘এ’	**৪১ বছর**
গ্রুপ ‘বি’	**৪৪ বছর**
গ্রুপ ‘সি’ ও ‘ডি’	**৪৫ বছর**

এই পরিবর্তন ১১ মে, ২০২৬ থেকে কার্যকর হয়েছে। দীর্ঘদিন নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার কারণে যারা আগের বয়সসীমা অতিক্রম করেছিলেন, তাঁদের নতুন সুযোগ দেওয়াই এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য। বহু চাকরিপ্রার্থীর কাছে এটি শুধু প্রশাসনিক পরিবর্তন নয়, বরং নতুন করে স্বপ্ন দেখার সুযোগ।

স্বাস্থ্য পরিষেবায় নতুন অধ্যায়

স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও বড় পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (PM-JAY)-তে যোগ দিয়েছে। এর ফলে রাজ্যটি এই প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ৩৬তম রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

যোগ্য পরিবারগুলি বছরে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসার সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তালিকাভুক্ত হাসপাতালে চিকিৎসার সুবিধাও মিলবে। সরকারের দাবি, এই উদ্যোগ গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের আর্থিক চাপ কমাবে এবং স্বাস্থ্যসেবা আরও সহজলভ্য করবে।

নারীশিক্ষা ও কল্যাণে জোর

মেয়েদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নকেও সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে কন্যা রত্ন করা হয়েছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে যোগ্য ছাত্রীদের বার্ষিক আর্থিক সহায়তা ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২,০০০ টাকা করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার জন্য অতিরিক্ত সহায়তা এবং রাজ্যে ‘বেটি বচাও, বেটি পড়াও’ কর্মসূচি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারের বক্তব্য, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা যেন কোনও মেয়ের শিক্ষা বা স্বপ্নের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

সীমান্ত নিরাপত্তায় অগ্রাধিকার

বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার করাও প্রথম দিকের অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে উঠে এসেছে। প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই সীমান্তে বেড়া নির্মাণের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা জমি সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর (BSF) কাছে হস্তান্তরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়া ৪৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

সরকারের মতে, এটি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের প্রতিফলন। সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের কাছে এই সিদ্ধান্ত শুধু প্রশাসনিক বিষয় নয়, বরং তাঁদের নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

কেন্দ্রের সঙ্গে নতুন সমন্বয়ের বার্তা

শুভেন্দু অধিকারীর সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত দিয়েছে। কেন্দ্র সরকার, নীতি আয়োগ এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সরকারের মতে, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ, পরিকাঠামো, শিল্প ও কর্মসংস্থান অপরিহার্য, আর রাজনৈতিক মতপার্থক্য যেন উন্নয়নের পথে বাধা না হয়।

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য

এই সমন্বয় বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গেও যুক্ত। বাংলায় শিল্প আনা, ব্যবসা বৃদ্ধির পরিবেশ তৈরি করা এবং কর্মসংস্থান বাড়ানোকে দীর্ঘদিনের জনশক্তি বহির্গমনের প্রবণতা থামানোর মূল উপায় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

চ্যালেঞ্জ শুধু নতুন প্রকল্প ঘোষণা নয়; এমন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করবেন, ব্যবসা সম্প্রসারিত হবে এবং তরুণ প্রজন্ম বাংলার মধ্যেই ভবিষ্যৎ দেখতে পাবে।

১০০ দিনের মূল বার্তা

প্রথম ১০০ দিনের বিভিন্ন উদ্যোগকে একসূত্রে গেঁথে যে বার্তা সামনে এসেছে, তা হলো;

- **কর্মসংস্থান মানে মর্যাদা।**
- **শিক্ষা মানে সুযোগ।**
- **স্বাস্থ্য মানে নিরাপত্তা।**
- **সীমান্ত রক্ষা মানে জাতীয় দায়িত্ব।**
- **উন্নয়ন মানে নিজের মাটিতেই থেকে ভবিষ্যৎ গড়ার সম্ভাবনা।**

শুভেন্দু অধিকারীর কাছে এই সময়কাল মূলত বাংলার ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্ককে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা। শুধু স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প নয়, এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলাই লক্ষ্য যেখানে মানুষ স্থিতিশীল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী জীবন গড়তে পারবেন।

সামনে যে প্রশ্নগুলি

তবে বড় প্রশ্নগুলি এখনও রয়ে গেছে;

- কলকাতা কি আবার সুযোগের শহরে পরিণত হতে পারবে?
- বাংলার গ্রাম কি তার মেধাবী তরুণদের ধরে রাখতে পারবে?
- যারা বাইরে চলে গিয়েছেন, তাঁরা কি উদ্যোক্তা, পেশাদার বা সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে আবার ফিরে আসবেন?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই শেষ পর্যন্ত শুভেন্দু অধিকারীর শাসনকালের প্রকৃত মূল্যায়ন নির্ধারণ করবে।

পথচলা শুরু

প্রথম ১০০ দিন কেবল সূচনা। বাংলার সমস্যাগুলি এখনও শেষ হয়ে যায়নি, আর সামনে পথও সহজ নয়। প্রকৃত পরীক্ষা হবে এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তগুলি কতটা বাস্তব ফল দেয়;কতটা কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, কতটা বিনিয়োগ আসে, পরিষেবার মান কতটা বাড়ে, নিরাপত্তা কতটা শক্তিশালী হয় এবং সাধারণ মানুষের জীবনে কতটা দৃশ্যমান পরিবর্তন আসে। যদি সেই পরিবর্তন বাস্তবে ধরা পড়ে, তবে এই প্রথম ১০০ দিন কেবল প্রশাসনিক মাইলফলক হয়ে থাকবে না; বরং বাংলার ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে উঠতে পারে;প্রস্থান থেকে প্রত্যাবর্তন, হতাশা থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং স্থবিরতা থেকে সম্ভাবনার পথে।

যে বাংলা দীর্ঘদিন ধরে তার প্রজন্মের পর প্রজন্মকে সুযোগের সন্ধানে বাইরে যেতে দেখেছে, সেই বাংলার সামনে এই নেতৃত্বের বড় প্রতিশ্রুতি একটাই;বাংলাকে আর তার স্বপ্ন রপ্তানি করতে হবে না; সেই স্বপ্ন পূরণের পরিবেশ তৈরি হবে বাংলার মাটিতেই।

ডিজিটাল শিক্ষা বনাম শ্রেণিকক্ষ: ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থা কোন পথে?

বিশ্বজিৎ বৈদ্য

শিক্ষাব্যবস্থা আজ এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে ডিজিটাল শিক্ষা, অনলাইন ক্লাস, ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার; অন্যদিকে এখনও শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে রয়ে গেছে শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। প্রশ্ন উঠছে;ভবিষ্যতের শিক্ষা কি সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল হয়ে যাবে, নাকি প্রযুক্তি ও শ্রেণিকক্ষের সমন্বয়েই তৈরি হবে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা?

ডিজিটাল শিক্ষার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এর ব্যাপকতা ও সহজলভ্যতা। একটি ভালো বক্তৃতা বা শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু একই সঙ্গে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে যেতে পারে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন শিক্ষার্থীও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষকের কাছ থেকে শেখার সুযোগ পাচ্ছে। রেকর্ড করা ক্লাস বারবার দেখার সুবিধা, ডিজিটাল লাইব্রেরি, অনলাইন পরীক্ষা এবং শিক্ষামূলক অ্যাপ শিক্ষাকে আগের তুলনায় অনেক বেশি নমনীয় করেছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আগমন এই পরিবর্তনকে আরও দ্রুত করেছে। শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দুর্বলতার ভিত্তিতে ব্যক্তিগতকৃত শেখার উপকরণ তৈরি করা, জটিল বিষয় সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করা কিংবা তাৎক্ষণিকভাবে অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া;এ আই শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করছে। কিন্তু প্রযুক্তির এই অগ্রগতি একই সঙ্গে নতুন প্রশ্নও সামনে আনছে। শিক্ষার্থী কি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে শিখছে, নাকি প্রযুক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে?

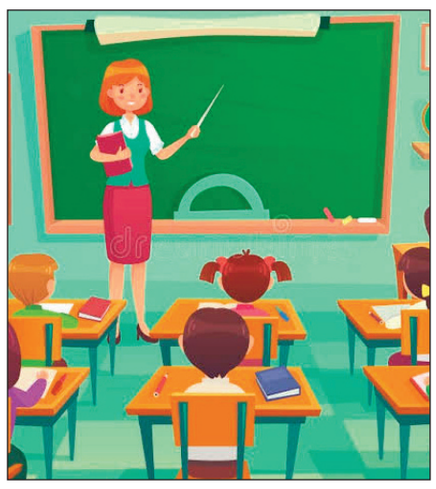

শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়। একজন শিক্ষার্থীর যুক্তিবোধ, সৃজনশীলতা, সামাজিকতা, সহমর্মিতা এবং নৈতিক বোধের বিকাশও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানেই শ্রেণিকক্ষের গুরুত্ব এখনও অপরিসীম। শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীর মুখের অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে পারেন যে সে বিষয়টি বুঝতে পারেনি, তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারেন। সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা, বিতর্ক, দলগত কাজ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক শিক্ষার যে সামাজিক পরিবেশ তৈরি করে, একটি পর্দার সামনে একা বসে তা পুরোপুরি তৈরি করা কঠিন।

আরও বড় সমস্যা হল ডিজিটাল বৈষম্য। সমাজের সব শিক্ষার্থীর হাতে সমান মানের স্মার্টফোন, কম্পিউটার বা নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট নেই। শহরের একটি সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারের শিক্ষার্থী যে সুযোগ পায়, প্রত্যন্ত গ্রামের একজন শিক্ষার্থী তা সবসময় পায় না। ফলে প্রযুক্তি যদি শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে, তাহলে ইতিমধ্যে থাকা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও গভীর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

শিক্ষকদের ভূমিকাও এই পরিবর্তনের সঙ্গে নতুনভাবে ভাবতে হবে। প্রযুক্তি শিক্ষককে প্রতিস্থাপন করবে;এই ধারণা যেমন অতিরঞ্জিত, তেমনি প্রযুক্তিকে উপেক্ষা করাও বাস্তবসম্মত নয়। বরং শিক্ষককে হতে হবে প্রযুক্তি-সহায়িত শিক্ষার দক্ষ পরিচালক। কোন তথ্য গ্রহণযোগ্য, কোনটি ভুল, এ আই-এর তৈরি উত্তর কতটা নির্ভরযোগ্য;এসব বিচার করার ক্ষমতাও শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে।

পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন জরুরি। শুধু মুখস্থ করে পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার প্রবণতা ডিজিটাল যুগের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সমস্যা সমাধান, বিশ্লেষণ, গবেষণা, সৃজনশীলতা ও বাস্তব পরিস্থিতিতে জ্ঞান প্রয়োগের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এ আই-এর যুগে তথ্য মুখস্থ করার চেয়ে তথ্যকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার দক্ষতাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তাই ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থাকে ‘ডিজিটাল বনাম শ্রেণিকক্ষ’;এই দ্বন্দ্বের মধ্যে আটকে রাখলে চলবে না। প্রয়োজন একটি ব্লেন্ডেড লার্নিং মডেল, যেখানে শ্রেণিকক্ষের মানবিক যোগাযোগের সঙ্গে ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধাকে যুক্ত করা হবে। শিক্ষক থাকবেন শিক্ষার কেন্দ্রে, আর প্রযুক্তি হবে তাঁর শক্তিশালী সহায়ক।

ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে এই সমন্বিত মডেল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে উন্নত প্রযুক্তি ও এ আই-এর সুযোগ নিতে হবে, অন্যদিকে গ্রামের বিদ্যালয়, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। ডিজিটাল অবকাঠামোকে তাই শুধু প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন হিসেবে নয়, সামাজিক ন্যায় ও শিক্ষার অধিকারের অংশ হিসেবেও দেখতে হবে।

শেষ পর্যন্ত শিক্ষা কোনও যন্ত্রের মাধ্যমে কেবল তথ্য সরবরাহের নাম নয়। শিক্ষা মানুষ তৈরি করার প্রক্রিয়া। প্রযুক্তি সেই প্রক্রিয়াকে দ্রুত, সহজ ও বিস্তৃত করতে পারে; কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের যে সম্পর্ক, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যে বিশ্বাস এবং শ্রেণিকক্ষের যে সামাজিক অভিজ্ঞতা;তার বিকল্প এখনও প্রযুক্তির হাতে নেই। ভবিষ্যতের শিক্ষাব্যবস্থা তাই সম্ভবত সম্পূর্ণ ডিজিটালও হবে না, আবার শুধুই পুরনো শ্রেণিকক্ষনির্ভরও থাকবে না। প্রযুক্তি থাকবে হাতে, কিন্তু শিক্ষার কেন্দ্রে থাকবে মানুষ। এই ভারসাম্যই নির্ধারণ করবে আগামী দিনের শিক্ষার সাফল্য।

লেখক: গবেষক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

কোট-আনকোট

স্থানীয় মানুষ এবং চা-শ্রমিকেরা যাতে পর্যটন থেকে সরাসরি লাভবান হন, সেই ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হবে।

শঙ্কর ঘোষ, পর্যটনমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রাঢ়ের ঐতিহ্যকে মান্যতা, প্রথম ছুটি ঘোষণা রাজ্যের

খুশির হাওয়া বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া-সহ রাঢ়বঙ্গ মঙ্গলবার মেতে উঠেছিল মনসা পুজায়। রাঢ়ের এমন কোনও হিন্দু গ্রাম নেই যেখানে মনসাপূজা হয় না। অনেকে আবার এই মনসাকে রাঢ়ের জাতীয় দেবী বলে থাকেন। রাঢ়ের মানুষের এই ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় ছুটি ঘোষণা করেছে। এটাই মনসা পুজাকে কেন্দ্র করে প্রথম সরকারি ছুটি। বাঁকুড়ার প্রবীণদের মতে মনসা পূজা রাঢ়ে দীর্ঘ সময় ধরে হয়ে থাকে। জৈষ্ঠ্য মাসের দশহরার দিন থেকে আশ্বিন মাসের নলসংক্রান্তি বা ডাকসংক্রান্তি বা জিহুড় পর্যন্ত চলে নানা রূপে নানা নামে। অযোধ্যা বা জয়পুরের রাউৎখণ্ডে জগৎগৌরীর মেলা বসে সেখানে লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার পর যে পঞ্চমী তিথি পড়ে তাতে মনসা দেবীকে ঘিরে নাগপঞ্চমীর বড় মেলা বসে রামসাগরে। সারা জেলাজুড়ে এরকম অসংখ্য ছোটবড় মেলা হয় মনসাদেবীকে ঘিরে। মনসাপূজার দিন উৎসবে মেতে ওঠে সারা জেলা। এতদিন পর্যন্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, হোটেল, মিষ্টি ও খাবার দোকান বন্ধ থাকত কর্মীদের ছুটি নেওয়ায়। তাই যাত্রী অভাবে বাস চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে পড়ত। এবার এদিন রাজ্য সরকার রাঢ়ে ছুটি ঘোষণা করেছে। লোকসংস্কৃতিবিদদের মতে দেবী মনসার পূজা অতি প্রাচীন। বাঁকুড়ার শহর সংলগ্ন এক্তেশ্বরের শিবমন্দির তার এক প্রমাণ বলে তুলে ধরা হয় থাকে। এই মন্দিরে দ্বাদশভুজ বিষ্ণু মূর্তি রয়েছে যা অনেকের মতে বাসুকি মূর্তি। লৌকিক দেবী খাঁদারাণী ও মনসা দেবী হিসাবে পূজা করা হয়। প্রবীণদের বক্তব্য, সুপ্রাচীন কালে বট, অশ্বত্থ, শাল, পিয়াল, নিম ও মহুয়া গাছের তলায় লৌকিক দেবী মনসার পূজা হোত। সেই জায়গাগুলি মা মনসার থান হিসাবে জনপ্রিয় ছিল।

পরবর্তীতে সিমেন্টে বাঁধানো চাতাল ও আরও পরে মন্দির গড়ে ওঠে। জেলার বহু জায়গায় দেবী মনসার সুপ্রাচীন শিলামূর্তি রয়েছে। পাঁচমুড়া-সহ জেলার কুমারপাড়াগুলি মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।জেলার বেশির ভাগ জায়গাতেই হাতি ঘোড়াকে মনসার প্রতিক মেনে পূজা বা প্রিয় উপকরণ মেনে নৈবেদ্য দেওয়ার রীতি রয়েছে। জেলায় কয়েক লক্ষ মাটির হাতি ঘোড়া প্রয়োজন হয়। অনেক কুমার বাড়িতে মাটির মনসার চালি তৈরি করা হয় ।এই চালিও দেবী মনসা হিসেবে জনপ্রিয় ।এই চালির ওপরে থাকে দেবসেনাপতি কার্তিক, নিচে রাধাকৃষ্ণ ও মাঝে মা মনসা ও দুই পাশে দুই সখী থাকে। মনসাপূজায় মাটির নতুন ধুনুচি, মালসা, হাঁড়ি কলসি চাহিদা থাকে চড়া তাই মৃৎশিল্পীরাও চরম ব্যস্ত ও খুশি মনসা পূজাকে ঘিরে।এই মনসা পূজাকে কেন্দ্র করে লোকশিল্পীরাও মেতে ওঠেন মনসা মঙ্গল পালা, মনসা যাত্রা গান, সাপের খেলা ঝাপানের গান, সাপের খেলা দেখানো (বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনে সাপের খেলা দেখানো বন্ধ)। বিষ্ণুপুর-সহ সারা জেলায় মল্ল রাজ আমল থেকে জনপ্রিয় ঝাপান। জেলার অনেক জায়গায় ঘটে দেবী পদ্মার পূজা করা হয়। রাঢ়ে মনসা পূজায় হাঁস নিবেদন করা ও বলি দেওয়ার এক সুপ্রাচীন জনপ্রিয় রেওয়াজ রয়েছে।বেশ কয়েক লক্ষ হাঁস বলি হয় রাঢ়ে দুই জেলায়। এদিন এক-একটি হাঁস চড়া দামে বিক্রি হয়েছে।

হাওড়ায় প্রথম আয়ুষ্মান কার্ডে চিকিৎসা নিলেন নদিয়ার মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: আয়ুষ্মান ভারত কার্ডে হাওড়ার প্রথম পরিষেবা পেলেন নবদ্বীপের এক ষাট বছর বয়সী মহিলা। নাম লীলা দেবনাথ। জানা গিয়েছে, লীলাদেবী দীর্ঘদিন ধরেই সুগারের রোগী।বেশ কিছু দিন আগে তাঁর পায়ে একটি ক্ষত হয়। সেখান থেকে ইনফেকশন শুরু হয়। অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে লীলা দেবীর বাড়ির লোকজন কোথায় সহজে চিকিৎসা মিলবে তার সন্ধান করতে থাকেন। ব্যয় বহুল এই চিকিৎসার জন্য অবশেষে পরিবারের লোকজন আয়ুষ্মান ভারত কার্ডে এক্টিভেটেড হাসপাতালের খোঁজ নিতে থাকেন। পোর্টালে উলুবেড়িয়ার সেবাব্রত হাসপাতালের সন্ধান পান।এরপর তারা সেবাব্রত হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও মঙ্গলবার লীলা দেবী ভর্তি হন। সেবাব্রত হাসপাতালের কর্তা দীপক দাস জানান, 'হাওড়া জেলাতে প্রথম আয়ুষ্মান ভারত কার্ডে চিকিৎসা শুরু করা হল।'

অন্যদিকে চিকিৎসক ড. দেবজিৎ দাস জানান, 'সুগার জনিত এই রোগীকে সুস্থ করে তোলাই এখন চ্যালেঞ্জ।' উল্লেখ্য লীলা দেবীর ছেলে সামান্য একটি কারখানায় কাজ করেন। ওষুধপত্র-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশাল ব্যয় তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আয়ুষ্মান ভারত কার্ডে এই হাসপাতালে চিকিৎসা তাকে 'দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করলো' বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি পরিবারটি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, অনেকে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ডের মতো কার্ড না পেলে ও পোর্টাল ফলো করলে এই পরিষেবা যে পাবেন তার নজির তৈরি হল উলুবেড়িয়ায়।

জলবন্দি বেলডাঙা ব্লকের একাধিক অঞ্চল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলডাঙা: নিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এলাকার জল এসে জমে একটি পুকুরে। গার্ডওয়াল না থাকায় অবাধে পুকুরের উপচানো জলে ডুবেছে যাতায়াতের রাস্তা। হাঁটু জল রাস্তার উপর। বাড়ির উঠান ডুবেছে নোংরা আবর্জনা মিশ্রিত জলে। সাপ কীটপতঙ্গের আতঙ্ক বাড়ছে। স্থানীয়দের দাবি, জলমগ্ন রাস্তা পার হতে পোশাক পরিবর্তন করে স্কুল পড়ুয়াদের স্কুলে যেতে হয়। বেলডাঙা ব্লকের দেবকুন্ডু পঞ্চায়েতের বড়ুয়া উত্তরপাড়া কার্যত জলবন্দি হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান না হওয়ায় কার্যত ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয়দের দাবি, ব্যক্তিগত মালিকানার উপর নিকাশি নালা ছিল। সেই ব্যক্তি নিজের জায়গা ঘিরে নেওয়ায় নিকাশি ব্যবস্থা এখন অচল হয়ে পড়েছে। জলযন্ত্রণার সুরাহায় নিকাশি নালার জন্য জমি দিতে রাজি হয়ে এগিয়ে এসেছেন এলাকারই এক মহিলা। এলাকার মানুষের দাবি, তাঁরা পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতিতে, বিধায়ক, বিডিওর কাছে এলাধিকবার দরবার করেছেন। কিন্তু কোনো সুরাহা হয়নি। বেলডাঙা-১ ব্লকের দেবকুন্ডু গ্রাম পঞ্চায়েত আকবর শেখ বলেন, মেসিন চালিয়ে জল সেচার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাথার উপর অবিরাম ঝড়ছে বৃষ্টির জল। বাড়ির উঠানে নামলেই পায়ের পাতা ডুবে যাচ্ছে। আর রাস্তায় নামলে হাঁটু জল পেরিয়েই বিভিন্ন কাজে যেতে হচ্ছে। গাড়ির চাকা ডুবে যাচ্ছে জলে। এভাবেই প্রতি বর্ষার তিনমাস কাটে দেবকুন্ডু পঞ্চায়েতের উত্তরপাড়ার বাসিন্দাদের। চরম ভোগান্তিতে বর্ষা কাটে এলাকার মানুষের।

ইছামতী উপর বাঁশের সাঁকো ভেঙে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: ইছামতি নদীর উপর বাঁশের সাঁকো ভেঙে বিপত্তি। লক্ষ লক্ষ মানুষ সমস্যায়। প্রায় ৩০ কিলোমিটার ঘুরে যেতে হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রী, অসুস্থ রোগী থেকে শুরু করে কৃষক ও সাধারণ মানুষদের।

স্বরূপনগরের ইছামতি নদীর উপর টিপি বাঁশের সাঁকো ভাঙায় সমস্যায় সাধারণ মানুষ। স্বরূপনগরের ইছামতি নদীর একদিকে টিপি আর অন্যদিকে কাটাবাগান এই দুটি এলাকার সংযোগ করেছে এই বাঁশের সাঁকো। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ এর উপর দিয়েই যাতায়াত করে। ছাত্র-ছাত্রী, অসুস্থ রোগী, কৃষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সবাই। অফিস যাত্রীও যাতায়াত করে এই সেতুর ওপর দিয়ে। কিন্তু সেই বাঁশের সাঁকো মঙ্গলবার সকালে কচুরিপানার চাপে ভেঙে যায়। সমস্যায় পড়েছে দুই পাড়ের কয়েক লক্ষ মানুষ। এলাকার মানুষের অভিযোগ তৃণমূল সরকারের আমল থেকে এখানে কংক্রিট সেতুর দাবি করছে এলাকার মানুষ। কিন্তু কোনরকম সমস্যার সমাধান হয়নি শুধু আশ্বাস মিলেছে। স্বরূপনগরের বিধায়ক বিনা মণ্ডল জানান, 'মানুষের সমস্যার কথা মাথায় রেখে আমি সেচ দফতর লিখিত আবেদিন করেছিলাম। দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা পরিদর্শন করেও গিয়েছিল। প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল কংক্রিটের সেতু হবে। সেতু ভেঙে পড়ায় মানুষ সমস্যার মধ্যে আছে। আবারও বর্তমান সেচমন্ত্রীকে বিষয়টি জানাবো যাতে তৎপরতা সঙ্গে সমস্যার সমাধান হয়।'

কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই ভাসল আসানসোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: টানা বৃষ্টিতে ডুবে গেল আসানসোলের একাধিক এলাকা। গাড়ুই ও নুনিয়া নদীর জল বেড়ে যাওযায় জলের তলায় চলে গেছে এই নদীর পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা। সবথেকে খারাপ অবস্থা আসানসোল উত্তর বিধানসভা এলাকা। গাড়ুই নদীর জল উপচে প্লাবিত রেলপার, রামকৃষ্ণ ডাঙ্গাল, তারি মহল্লা, বেলডাঙ্গা এবং জাহাঙ্গীর মহল্লার বহু ঘরবাড়ি। গৃহবন্দী বহু মানুষ। জলবন্দি মানুষদের উদ্ধার কাজে নামানো হয় সিভিল ডিফেন্সকে। জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শনে আসেন আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। উদ্ধার কার্যে হাত লাগান প্রাক্তন বিজেপি কাউন্সিলর গৌরব গুপ্ত। বিপর্যয় মোকাবিলা দল জলবন্দি মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত ১০-১৫ বছর ধরে গারুই নদীর পাড় বেআইনিভাবে দখল হয়ে যাওয়ার ফলেই জল নিকাশি বন্ধ হয়ে আজ এই চরম বিপর্যয়। আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এটা একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫১৩৬০/ ৯০০৭২৯৯৫৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ৩০ অনুযায়ী]
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, (রিজিওনাল ডিরেক্টর, কলকাতা) ইস্টার্ন রিজিয়ন সমীপে
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এবং কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর বিধি ৩০-এর উপ-বিধি (৫)-এর ক্লজ (ক)-এর বিষয়ে
এবং
গণপতি ইনফ্রাডেভ প্রা. লি.
(CIN : U45203WB2004PTC100308)
রেজিস্টার্ড অফিস স্টাফ কোয়ার্টার মোড়, জি.টি. রোড দুর্গাপুর-৩, মেইন গেট, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১৩২০৩ সম্পর্কিত
..... আবেদনকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি ১৯শে জুলাই ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ রেজোলিউশনের শর্তাবলী অনুসারে কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ চেয়ে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন) কাছে আবেদন করার প্রস্তাব করেছে, যাতে কোম্পানি তার নিবন্ধিত কার্যালয় "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে [illegible] রাজ্যে" স্থানান্তর করতে পারে। কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ের প্রস্তাবিত স্থানান্তরের দ্বারা যে কোনো ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে চোদ্দো দিনের মধ্যে এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) ইনভেস্টর কমপ্লেন্ট ফর্ম পূরণ করে অথবা তাঁর স্বার্থের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে হলফনামা সহ তাঁর আপত্তি রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ১ম তলা, ২৩৪/৪, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২০ ঠিকানায় নিবন্ধিত ডাকযোগে পাঠাতে পারেন বা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন এবং এর একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির নিচে উল্লিখিত ঠিকানায় নিবন্ধিত কার্যালয়ে পাঠাতে হবে

নিবন্ধিত কার্যালয় : স্টাফ কোয়ার্টার মোড়, জি.টি. রোড দুর্গাপুর-৩, মেইন গেট, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭১৩২০৩

গণপতি ইনফ্রাডেভ প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
মহ. আব্দুল আলীম খান
(ডিরেক্টর)
ডিআইএন -০২৭৬৯৮৪৭
তারিখ : ২৯/০৭/২০২৬
স্থান : বর্ধমান

ফর্ম জি
ম্যাডান'স ওয়াইন স্টোরস প্রাইভেট লিমিটেড -কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে মাদক ব্যবসায় নিযুক্ত এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	ম্যাডান'স ওয়াইন স্টোরস প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AACCM0818R CIN : U51227WB1999PTC090100
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	ই২, ভারত ভবন ৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলকাতা ৭০০০৭২, পশ্চিমবঙ্গ
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রাপ্ত নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কলকাতা
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রাপ্ত নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	সিআইআরপি ঘোষণার তারিখ থেকে কোন কর্মী/শ্রমিক নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) ইউআরএল প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন	টার্নওভার : ১৭৯.৯১ কোটি টাকা ৩১.০৩.২০১৪ তারিখে প্রাপ্ত শেষ আর্থিক প্রতিবেদন অনুযায়ী
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয়পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	cirp.mwspl@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০৩.০৯.২০২৬
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৩.০৯.২০২৬
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৮.০৯.২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৮.০৯.২০২৬
১৪.	তথ্য মেমোরান্ডাম, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এর ইস্যুর তারিখ এবং সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের প্রস্তাব পরিকল্পনার অনুরোধ	০৩.১০.২০২৬
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	০২.১১.২০২৬ (পরিবর্ধন এবং পরিমার্জন অনুমোদন সাপেক্ষে)
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.mwspl@gmail.com
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	প্রাপ্ত নয়

দ্রষ্টব্য : এনসিএলটি দ্বারা প্রদত্ত বর্জন এবং সময়সীমা বৃদ্ধির সাপেক্ষে ফর্ম জি ইস্যু করা হয়েছে।

স্বা/-
সিএ রঞ্জনা গুপ্তা
প্রস্তাব পেশাদার
ম্যাডান'স ওয়াইন স্টোরস প্রাইভেট লিমিটেড
ই-মেইল আইডি : rgupta8991@gmail.com/cirp.mwspl@gmail.com মোবাইল নম্বর ৮০১৭১২৭৫৬১
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02915/2024-2025/14494
এএফএ নং : AA1/14494/02/311226/108815
বৈধ : ৩১/১২/২০২৬ পর্যন্ত
তারিখ : ১৮.০৮.২০২৬
স্থান : কলকাতা

শিয়ালদহ-বারাসাত-শিয়ালদহ এসি ইএমইউ ট্রেনের যাত্রাপথ বনগাঁ পর্যন্ত সম্প্রসারণ

যাত্রীদের সুবিধার্থে, **২০.০৮.২০২৬ তারিখ** থেকে ৩৩৪৪৯ শিয়ালদহ-বারাসত এসি ইএমইউ লোকাল ট্রেনের যাত্রাপথ বনগাঁ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে ও **৩৩৪৪৯ শিয়ালদহ-বনগাঁ এসি ইএমইউ লোকাল** হিসেবে চলবে এবং ৩৩৪৪২ বারাসত-শিয়ালদহ এসি ইএমইউ লোকাল ট্রেন বনগাঁ থেকে যাত্রা শুরু করবে ও **৩৩৪৪২ বনগাঁ-শিয়ালদহ এসি ইএমইউ লোকাল** হিসেবে চলবে। যাত্রাপথ সম্প্রসারিত হওয়ার পর এই ট্রেনগুলির সময়সূচী নিম্নরূপ হবে ঃ

স্টেশন	৩৩৪৪৯ শিয়ালদহ-বনগাঁ এসি ইএমইউ লোকাল (রবিবার ব্যতীত)		৩৩৪৪২ বনগাঁ-শিয়ালদহ এসি ইএমইউ লোকাল (রবিবার ব্যতীত)	
	পৌঁঃ	ছাঃ	পৌঁঃ	ছাঃ
বনগাঁ	১২.২৩	--	--	১২.৩৫ ↓
চাঁদপাড়া	থামবে	১২.০৬	থামবে	১২.৪৪ ১/২
ঠাকুরনগর	থামবে	১২.০০ ১/২	থামবে	১২.৫০
গোবরডাঙ্গা	থামবে	১১.৫৫	থামবে	১২.৫৬
মছলন্দপুর	থামবে	১১.৫১	থামবে	১৩.০১
হাবরা	থামবে	১১.৪১	থামবে	১৩.১০
অশোকনগর রোড	থামবে	১১.৩৬ ১/২	থামবে	১৩.১৩ ১/২
বিড়া	থামবে	১১.২৯ ১/২	থামবে	১৩.২১
দত্তপুকুর	থামবে	১১.২৪	থামবে	১৩.২৫ ১/২
বামনগাছি	থামবে	১১.২১	থামবে	১৩.২৯ ১/২
বারাসাত জংশন	১১.১৪	১১.১৫	১৩.৩৯	১৩.৪০
মধ্যমগ্রাম	থামবে	১১.০৮	থামবে	১৩.৪৬
বিরাটি	থামবে	১০.৫৯	থামবে	১৩.৫৪
দমদম ক্যান্ট.	থামবে	১০.৫৩	থামবে	১৪.০০
দমদম জংশন	১০.৪৫	১০.৪৬	১৪.০৫	১৪.০৬
বিধাননগর রোড	থামবে	১০.৪১ ১/২	থামবে	১৪.১০
শিয়ালদহ	--	১০.৩৩ ↑	১৪.২৫	--

৩৩৩৬৫ আপ বারাসত-বনগাঁ লোকাল ট্রেনের সময়সূচী ২০.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে নিম্নরূপে সংশোধিত হবে ঃ

স্টেশন	সংশোধিত সময়সূচী	
	পৌঁঃ	ছাঃ
বনগাঁ	১২.৪৫	--
	সকল মধ্যবর্তী স্টেশনগুলির সময়সূচী বর্তমান সময়সূচীর থেকে ১০ মিনিট করে পিছিয়ে যাবে।	
বারাসাত জংশন	--	১১.৪০ ↑

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড

CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস: "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ফোন: (০৩৩) ৬৫২১ ৫৫১৮/০৪
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য স্পেশাল উইন্ডো

সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 তারিখ ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬, যার শিরোনাম **"Ease of Doing Investment - Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities"** অনুসারে নিকো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লি. -এর ফিজিক্যাল শেয়ার ধারণকারী শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, **০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত ১ (এক) বছর সময়ের জন্য একটি স্পেশাল উইন্ডো খোলা হয়েছে।** এই উইন্ডোটি সেই সমস্ত ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়া এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের ("ডিম্যাট") সুবিধা প্রদান করে যা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে বিক্রি/কেনা হয়েছিল কিন্তু নথিপত্র, প্রক্রিয়ায় ঘাটতি বা অন্য কোনো কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া হয়েছিল।
এই স্পেশাল উইন্ডো অনুসারে হস্তান্তরিত শেয়ারগুলি বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) ফর্মে ক্রেডিট করা হবে এবং হস্তান্তরের নিবন্ধনের তারিখ থেকে ১ (এক) বছরের জন্য লক-ইন সাপেক্ষে হবে। উক্ত লক-ইন সময়কালে, এই ধরনের সিকিউরিটিজ হস্তান্তর / লিয়েন-চিহ্নিত / বন্ধক রাখা যাবে না।
উপরোক্ত সময়কালে, যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) -এর কাছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের হস্তান্তরের অনুরোধ জমা দিতে পারেন।
পুনরায় জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত কোনো জিজ্ঞাসা বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

শ্রী অঙ্কিত কুমার ভরদ্বাজ	আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা. লি.
কোম্পানি সেক্রেটারি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লি, 'ঝিল মিল', সেক্টর -৪, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা -৭০০১০৬। ফোন : ০৩৩ ৬৫২১ ৫৫১৮/৫৫০৪ ই-মেল : ankit@niccoparks.com	রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) ১৫/সি, নরেশ মিত্র সরণি (পূর্বতন বেলতলা রোড) কলকাতা - ৭০০ ০২৬ ফোন : ০৩৩ ২৪১৯ ২৬৪১/২৬৪২ ইমেল : info@rdinfotech.net

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
অঙ্কিত কুমার ভরদ্বাজ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০৮.২০২৬

ফর্ম উইন ৬
[বিধি ৭ দ্রষ্টব্য]
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ, কলকাতা বেঞ্চ সমীপে
কোম্পানি পিটিশন নং ১৬৩/২০২৩
বিষয়ে
কোম্পানি আইন, ২০১৩
এবং
বিষয়ে
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২৭১-২৭২-এর অধীনে একটি আবেদন।
এবং
বিষয়ে
দ্য রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা ১, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যার কার্যালয় কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং - III-F/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন আকন্দকেশরি, কলকাতা-৭০০১৩৫-এ অবস্থিত। .... আবেদনকারী
এবং
বিষয়ে
ইকোটাচ সেলস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U52100WB2012PTC178770), কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর বিধানের অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় ৯এ তলা, দয়া প্লাজা, ৮ টিএন মুখার্জী রোড, দিল্লি রোডের কাছে, ডানকুনি, হুগলী পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৩১১-এ অবস্থিত। .... কোম্পানি

আবেদন বিজ্ঞাপন
[illegible]

তারিখ : ১৯.০৮.২০২৬

রশ্মি বোথরা (কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাডভোকেট, আবেদনকারীর পক্ষে)
৩৪/১ বন্ডেল রোড, কলকাতা ৭০০০১৯

পি. বি. ফিল্মস লিমিটেড

CIN : L92100WB2007PLC119040
নিবন্ধিত কার্যালয় : কাউন্সিল হাউস স্ট্রিট, বিবিডি বাগ, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
টেলিফোন : ০৩৩-৪৫০৩ ২৯৯১, ই-মেইল : pbfilms2007@gmail.com, ওয়েব : www.pbfilms.in

ক) ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সম্পর্কিত এবং এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর আগে ইমেইল নিবন্ধনের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

খ) ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য স্পেশাল উইন্ডো সম্পর্কিত শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

পি. বি. ফিল্মস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
স্নেহা রায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০৫২৯৪৮০১
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০৮.২০২৬

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম উইন ৬
[বিধি ৭ দ্রষ্টব্য]
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল বেঞ্চ, কলকাতা বেঞ্চ সমীপে
কোম্পানি পিটিশন নং ১৬১/২০২৩
বিষয়ে
কোম্পানি আইন, ২০১৩
এবং
বিষয়ে
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ২৭১-২৭২-এর অধীনে একটি আবেদন।
এবং
বিষয়ে
দ্য রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা ১, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যার কার্যালয় কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং - III-F/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন আকন্দকেশরি, কলকাতা-৭০০১৩৫-এ অবস্থিত। .... আবেদনকারী
এবং
বিষয়ে
রাহি ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51909WB2011PTC156679), কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর বিধানের অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি এবং যার নিবন্ধিত কার্যালয় ১বি, ব্ল্যাক বার্ন লেন কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১২ ভারত-এ অবস্থিত।
.... কোম্পানি

আবেদন বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাচ্ছে যে, উপরে নামাঙ্কিত কোম্পানির অবসায়নের জন্য এনসিএলটি কলকাতা ট্রাইব্যুনাল দ্বারা একটি পিটিশন গত **১৬ জুলাই, ২০২৬** তারিখে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা , ১, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যার কার্যালয় কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং - III-F/16, AA-IIIF রাজারহাট, নিউ টাউন আকন্দকেসরি, কলকাতা- ৭০০১৩৫-এ অবস্থিত, আবেদনকারীর ক্ষমতায় উক্ত ট্রাইব্যুনালে পেশ করা হয়েছিল এবং উক্ত পিটিশনটি আগামী **১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে** ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে শুনানির জন্য নির্দেশিত হয়েছে। কোনো কন্ট্রিবিউটরি বা অন্য কোনো ব্যক্তি যিনি উক্ত পিটিশনে কোনো আদেশ প্রদানের সমর্থন বা বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক, তাঁকে আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে তাঁর অভিপ্রায় জানিয়ে তাঁর বা তাঁর প্রতিনিধি দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ তাঁর নাম ও ঠিকানা সহ পাঠাতে হবে যাতে এটি পিটিশনের শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে পাঁচ দিন আগে আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পৌঁছায় এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানিতে উপস্থিত হতে পারেন। উক্ত পিটিশনের একটি অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা যে কোনো পাওনাদার বা কন্ট্রিবিউটরিকে এর জন্য নির্ধারিত চার্জ প্রদানের সাপেক্ষে প্রদান করা হবে। পিটিশনের বিরোধিতায় ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে কোনো হলফনামা ট্রাইব্যুনালে দাখিল করতে হবে এবং এর একটি অনুলিপি শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে পাঁচ দিন আগে আবেদনকারী বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে পাঠাতে হবে।

তারিখ : ১৯.০৮.২০২৬

রাহুল সরকার (কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাডভোকেট, আবেদনকারীর পক্ষে)
১২, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, ১ম তল, কলকাতা ৭০০ ০০১

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর : L27100WB2010PLC144405
নিবন্ধিত কার্যালয় : বিকানের বিল্ডিং, ৮/১, লাল বাজার স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
ই-মেইল : info@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com
ফোন : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩/৫০৫৪

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

কোম্পানির ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') **মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ১.৩০ টায় (আইএসটি)** ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') দ্বারা প্রদত্ত ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে বিতরণ করা হবে এমন ১১.০৮.২০২৬ তারিখের এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পাদিত হবে। এটি কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা, এর সাথে পঠিত কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার এবং এই বিষয়ে জারি করা পরবর্তী সার্কুলারসমূহ যার মধ্যে সর্বশেষটি হলো ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের ০৩/২০২৫ সার্কুলার ('এমসিএ সার্কুলারসমূহ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা ০৫ জুন, ২০২৫ তারিখের SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-1/P/CIR/2025/83 ('সেবি সার্কুলারসমূহ') মেনে করা হচ্ছে।
এমসিএ সার্কুলারসমূহ এবং সেবি সার্কুলারসমূহ অনুসারে, ১৬তম এজিএম ডাকার বিজ্ঞপ্তি ("বিজ্ঞপ্তি") এবং ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সফট কপি শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')-এর কাছে নিবন্ধিত আছে।
ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য, সদস্যরা নিচের নির্দেশিকা অনুসরণ করতে পারেন :

যে সকল সদস্য লভ্যাংশ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর সহ ঠিকানা এবং ব্যাঙ্কের বিশদ বিবরণ (যার মধ্যে যেকোনো পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত) নিবন্ধন করেননি :	**ডিম্যাট হোল্ডিং :** তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের সাথে যোগাযোগ করে **ফিজিক্যাল হোল্ডিং :** শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সেবি তার ৭ মে, ২০২৪ তারিখের মাস্টার সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/POD-1/ P/CIR/2024/37 এবং ১০ জুন, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 দ্বারা বাধ্যতামূলক করেছে যে ০১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকর, শেয়ারহোল্ডারদের (ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণকারী) লভ্যাংশ শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মোডের মাধ্যমেই প্রদান করা হবে। ফিজিক্যাল ফর্মে সিকিউরিটিজ ধারণকারী যে সদস্যদের ফোলিও(গুলি) কেওয়াইসি বিশদাবলীর [যেমন, (ক) প্যান; (খ) নমিনেশন নির্বাচন; (গ) যোগাযোগের বিবরণ; (ঘ) [illegible]

[illegible]

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অভিষেক চক্রবর্তী
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
মেম্বারশিপ নং এ৫০১৩৪
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮ আগস্ট, ২০২৬

দামোদরে জলস্তর বৃদ্ধি ৬৪ হাজার কিউসেক জল ছাড়ল দুর্গাপুর ব্যারেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ঝাড়খণ্ড ও দক্ষিণবঙ্গে টানা বৃষ্টির জেরে ফের বাড়ছে দামোদর নদে জলের চাপ। পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে জল ছাড়ার কারণে দুর্গাপুর ব্যারেজেও বাড়ছে জলস্তর। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে মঙ্গলবার সকাল থেকে দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে ব্যারেজ থেকে। সেচ দপ্তর সূত্রে খবর, বর্তমানে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে প্রায় ৬৪ হাজার ৩২৫ কিউসেক হারে জল ছাড়া হচ্ছে।

তবে এই মুহূর্তে জল ছাড়ার পরিমাণ নিয়ে আতঙ্কের কোনও কারণ নেই বলেই প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্লাবন বা বড় ধরনের বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়নি। তবে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়লে এবং পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার থেকে জল ছাড়ার হার বৃদ্ধি পেলে দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকেও জল ছাড়ার পরিমাণ বাড়তে পারে।

এদিকে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন ও সেচ দপ্তর। নিম্ন দামোদরে সাধারণ মানুষের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। নদী সংলগ্ন এলাকাগুলিতেও বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। জলস্তর ও জল ছাড়ার পরিমাণের উপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। বৃষ্টির পরিস্থিতি এবং জলাধারগুলি থেকে জল ছাড়ার পরিমাণের উপরই আগামী কয়েক ঘণ্টায় দামোদরের পরিস্থিতি অনেকটাই নির্ভর করছে। ফলে নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

‘আমার বিধানসভায় ঘুষ নেওয়া যাবে না’ হুঁশিয়ারি পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ‘আমার বিধানসভায় কোনও ঘুষ চলবে না। পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, কোনো কাজের জন্য কেউ টাকা চাইলে, এক পয়সাও দেবেন না। যদি কেউ ঘুষ চায় তাহলে আমার কাছে অভিযোগ করুন। তারা যদি বিজেপি কর্মী হয়, তাহলে ঘাড় ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসবেন। আর আমি এই বিধানসভার বিধায়ক, আমি আপনাদেরকে অধিকার দিচ্ছি। এই বিধায়ক যদি আপনার কাছ থেকে কাজ করিয়ে দেওয়ার নামে টাকা চায়, তাহলে আপনারা আমার বিরুদ্ধেও দলের উচ্চ নেতৃত্বের কাছে লিখিত অভিযোগ করবেন। আমি চাই দুর্নীতিমুক্ত হোক পশ্চিমবঙ্গ।’ পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সেবা কার্যালয় উদ্বোধন এবং রক্তদান শিবির কর্মসূচিতে হাজির হয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে এমনই বার্তা দেন পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়। গোপালবাবু বলেন, ‘আমাদের সরকারে ভয় আউট ভরসা ইন। তাই মনে কোনও ভয় রাখবেন না। আমি বিধায়ক হিসেবে পরিষ্কার বলতে চাই আমার বিধানসভায় কোনও ঘুষ চলবে না। যদি কেউ ঘুষ নেয় তবে তার বিরুদ্ধে করা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দেওর-বউদি মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত সেহারা গ্রামে মঙ্গলবার সকালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দেওর ও বৌদির। মর্মান্তিক এই ঘটনায় পরিবারের আরও এক সদস্য গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আকস্মিক এই ঘটনায় সেহারা গ্রামে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতদের নাম আদরী মিত্র (৩৪) এবং তাঁর দেওর মনোজ মিত্র (৫২)। তিনি বর্তমানে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনা প্রসঙ্গে মৃত আদরী মিত্রের স্বামী তাপস কুমার মিত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে সাথী মিত্র প্রতিদিনের মতো বাড়ির ছাদে ফুল তুলতে গিয়েছিলেন।

মনসা উৎসবে পুরুলিয়া জুড়ে লক্ষাধিক হাঁস বিক্রি

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া

বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই মঙ্গলবার মনসা পুজোয় মাতল পুরুলিয়ার জঙ্গলমহল সহ প্রায় গোটা জেলার মানুষ। মঙ্গলবার পুরুলিয়া জেলাজুড়ে মনসা পুজো উৎসবে মাতল জেলাবাসী। পুজোর পরের দিন অর্থাৎ আজ বুধবার ভাদ্র মাসের পয়লা দিন মনসা পূজোর পান্না। এই উৎসবের শেষ দিন।তাই ভাদ্রের পয়লা দিনে পুরুলিয়া আসবেন না। এমন সাবধান বাণী কোথাও অবশ্য লেখা নেই। করোনার জন্য লকডাউন এদিন তাও নয়। পয়লা ভাদ্র পুরুলিয়া এলে মাওবাদীরা অপহরণ করবে এমনও ভয় নেই। সমস্যা হল ভাদ্রের প্রথম দিনে পুরুলিয়ায় দোকান পাট খোলা পাবেন না। এদিন জেলার বার্ষিক বনধের দিন। কোনও রাজনৈতিক দল বা কোন গণ সংগঠন এদিন বনধ ডাকে না। উৎসব মুখোর পুরুলিয়ার মানুষজন এদিন শহর মুখো হয় না।তাই শহরের দোকানের ঝাঁপ খোলে না। পয়লা ভাদ্র মনসা পুজোর ‘পার্বন ‘। আগের দিনের বলি দেওয়া হাঁস কিংবা পাঠার মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে এদিন শুধুই বিশ্রাম। সুতরাং শুনশান পথঘাট বন্ধের চেহারা নেয় জেলায়। তাই এই উৎসবের শেষদিনে অর্থাৎ পার্বণের দিনে পুরুলিয়া জেলা জুড়ে অঘোষিত বনধ পালন হয়। মঙ্গলবার ছিল পুজো। ঐদিন গভীর রাতে মনসা দেবীর চরণে হাঁস কিংবা পাঠা নিবেদন করেন পুরুলিয়ার মানুষ। প্রায় দেড় লক্ষ হাঁস বলি হয় পুরুলিয়ার মনসা পুজোয়। তাই পুজোর বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই হাঁসের যোগান দিতে বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি মেদিনীপুর এমনকি ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড থেকেও ঝাঁপিবন্দী হয়ে পুরুলিয়ায় হাঁস এসেছে হাজারে হাজারে।আদিবাসী এবং মাহাতো প্রধান পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে দুর্গাপূজা সার্বজনীন উৎসব নয়।এখানে উৎসব হল মনসাপুজো, ভাদু, টুসু পরব।সাঁওতালদের উৎসব বাঁদনা।মাহাতদের করম।অরণ্য অধ্যুষিত পুরুলিয়ায় মনসা পুজোর অন্য এক গুরুত্ব আছে ।সে প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে।অযোধ্যা পাহাড় থেকে বান্দোয়ান জঙ্গলমহলে রয়েছে অসংখ্য সাপ।ফি বছর এখানে সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।সাপের ভয়ে মানুষ সর্পদেবী মনসার কাছে মানত করে। প্রতি গ্রামে তাই একাধিক মনসার মূর্তি তৈরি করে মনসা পুজো হয়। ঝালদা থানার তুলিন এলাকার ব্রাহ্মণ পুরোহিত দেবাশিস চ্যাটার্জীর মতে মনসা পুজোর জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় কারণ হল, এই পুজোয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাগে না। অব্রাহ্মণ পুরোহিতরাই মনসার পুজো করেন। পুজোর দিনে অনেকেই উপোস করে থাকেন। সারারাত মনসা মন্দিরে চলে ‘মনসা-মঙ্গল’ গান। কোথাও কোথাও এদিন সাপ নিয়ে ঝাঁপান উৎসব হয়।

গড়বেতা কলেজে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পাশাপাশি র‍্যাগিং বিরোধী সচেতনতা ও নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানা এবং গড়বেতা থানার পুলিশ আধিকারিক শুভঙ্কর রায়।

ফের স্কুল প্রাঙ্গণে বিশাল ধসে আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: ২০২৩-এর ঘটনার পরও হয়নি পুনর্বাসন, মিড ডে মিল রান্নাঘরের পাশেই বিশাল ধস;ইসিএলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ বিদ্যালয়ের একেবারে গা ঘেঁষে হঠাৎ মাটি ধসে তৈরি হল বিশাল গর্ত। আর তাতেই আতঙ্ক ছড়াল পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার হরিপুর এলাকার একটি সরকারি বিদ্যালয়ে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। কয়েক দিনের নিম্নচাপের জেরে লাগাতার বৃষ্টির পর এ দিন সকালে বিদ্যালয়ের মিড ডে মিল রান্নাঘরের পাশেই আচমকা বড়সড় ধস নামতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে খবর ছড়িয়ে পড়ে পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের মধ্যে। বড়সড় বিপদ এড়ানো গেলেও, যে কোনও মুহূর্তে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ৫২৮ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। তাঁদের অধিকাংশই আর্থিক ভাবে দুর্বল পরিবারের সন্তান। ফলে বিদ্যালয়টির নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এধরনের ধসের ঘটনা এই প্রথম নয়। ২০২৩ সালেও একই এলাকায় ধসের ঘটনা ঘটেছিল বলে স্থানীয়দের দাবি। সেই সময় ঘটনাটি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হলে ইসিএলের কেন্দ্রা এরিয়া কর্তৃপক্ষের তরফে বিদ্যালয়টি অন্যত্র সরিয়ে পুনর্বাসনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু তিন বছর পেরিয়ে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কার্যকর হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুরনো ধসের ঘটনার পরও বিদ্যালয়টিকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। ফলে ফের প্রবল বৃষ্টির পর বিদ্যালয়ের ভিতরে নতুন করে ধস নামায় প্রশ্ন উঠছে, আরও কত বড় দুর্ঘটনা ঘটলে প্রশাসন এবং ইসিএল কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসবে?

এ দিনের ধসের সবচেয়ে বড় আশঙ্কার জায়গা হল, সেটি বিদ্যালয়ের মিড ডে মিল রান্নাঘরের একেবারে পাশে। রান্নার সময়ে সেখানে শিক্ষক, রাঁধুনি এবং অন্য কর্মীরা উপস্থিত থাকেন। একই সঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরও ওই অংশে যাতায়াত রয়েছে। ফলে ধসের সময় যদি সেখানে পড়ুয়া বা কর্মীরা থাকতেন, তা হলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার পর বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা ইসিএল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন।

ঘাটালের বিধায়কের মানবিক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঘাটাল: ঘাটালের উদয়গঞ্জে শিবভক্তদের পাশে দাঁড়াতে যাওয়ার পথে মানবিকতার নজির গড়লেন ঘাটাল বিধানসভার বিধায়ক শীতল কপাট। রাস্তায় এক বাইক আরোহীকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামান বিধায়ক।তৎপরতার সঙ্গে ওই বাইক আরোহীকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে ঘাটালের বীরসিংহ হাসপাতালে পৌঁছে দেন শীতল কপাট। হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে বাইক আরোহী সুস্থ রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

বৈঙ্ক আঁফ ইংডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

দুর্গাপুর জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং অ্যাভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১২, ফোন নং- ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[রুল ৮ (৬)-এর অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধির অধীনে অস্থাবর/স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর/স্থাবর সম্পদগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার বাস্তবিক দখল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নীচে উল্লেখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নীচে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের থেকে ২৫.০৯.২০২৬ তারিখে ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যেমন আছে যা আছে’’ এবং ‘‘যাই থাক না কেন’’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টারদের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিবরণ	ক) সুরক্ষিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকায়) খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) ৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম **মহম্মদ ইকবাল** **ঋণগ্রহীতাদের নাম- মহম্মদ ইকবাল**, মাক্কু মহল্লা ধাদকা, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।	সম্পত্তিটি মোহাম্মদ ইকবাল-এর নামে রয়েছে। সম্পত্তিটি মৌজা- আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটি, প্লট নং- ৪৩৯৩, খতিয়ান নং- ৭৫০৮, আর.এস. প্লট নং- ১৩১১৫-এ অবস্থিত একটি জমি এবং আবাসিক বিল্ডিং নিয়ে গঠিত, যার পরিমাপ ১২ ছটাক ২০ বর্গফুট। এর সাথে একটি দুই তলা পাকা বিল্ডিং রয়েছে যার গ্রাউন্ড ফ্লোরের আচ্ছাদিত এলাকা ৩৯১ বর্গফুট এবং ফার্স্ট ফ্লোরের আচ্ছাদিত এলাকা ৩৯১ বর্গফুট, এটি এন আর আর রোডে অবস্থিত এবং এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার অন্তর্ভুক্ত। সীমানা পূর্বে- মোঃ শফিউল্লার খালি জমি; পশ্চিমে- চওড়া গলি এবং তারপর সাহাবুদ্দিনের বাড়ি; উত্তরে- খালি জমি; দক্ষিণে- নাইমুমের বাড়ি।	ক) ১৩.৬৬ লক্ষ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ। খ) ১৪.০৫.২০২৬ গ) ১৭.০৭.২০২৬	১. ১৫,১০,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫১,০০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২.	**আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম **প্রভাবতী প্রসাদ** **ঋণগ্রহীতাদের নাম- প্রভাবতী প্রসাদ, পঙ্কজ প্রসাদ, শৌনক প্রসাদ,** ধাদকা রোড, হনুমান মন্দিরের কাছে, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ।	সম্পত্তিটি শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী-এর নামে রয়েছে, সম্পত্তিটি একটি আবাসিক বিল্ডিং যা ধাদকা রোড (দক্ষিণ), আসানসোল (উত্তর), আর.এস. প্লট নং- ৪৫৯ এবং ৪৫৯/১১৩৫, এল.আর. প্লট নং- ১৫৮৭, সি.এস. খতিয়ান নং- ৭, আর.এস. খতিয়ান নং- ১৯১, জে.এল. নং- ২৭, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩০২-এ অবস্থিত, যার পরিমাপ ২ কাঠা ৭ ছটাক জমি এবং তার উপর অবস্থিত দুই তলা বিল্ডিং। সীমানা পূর্বে- ধাদকা রোড; পশ্চিমে- অন্যদের খালি জমি; উত্তরে- প্রেমনাথ প্রসাদের বাড়ি; দক্ষিণে- গোপাল রাউতের বাড়ি।	ক) ১৩.১৬ লক্ষ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ। খ) ০৩.০৯.২০২৫ গ) ১৭.০৭.২০২৬	১) ৩৫,৫১,০০০.০০ টাকা ২) ৩,৫৫,১০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা
৩.	**নিয়ামতপুর শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম **রুমা দেবী সোনকর এবং মিঠুন সোনকর** **ঋণগ্রহীতাদের নাম- রুমা দেবী সোনকর এবং মিঠুন সোনকর** বাজার পাড়া, রাঙ্গামাটিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।	সম্পত্তিটি শ্রীমতী রুমা দেবী সোনকর-এর নামে রয়েছে। সম্পত্তিটি জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, থানা- সালানপুর, এ.ডি.এস.আর. অফিস কুলটি-এ অবস্থিত জমি এবং আবাসিক বিল্ডিং নিয়ে গঠিত। সম্পত্তিটি রূপনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মৌজা- রাঙ্গামাটিয়া, এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৩৭৭, এল.আর. প্লট নং- ১৩৭০ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর.এস. প্লট নং- ৪৪০/৮০১, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩৩৬৪-এ অবস্থিত। সীমানা পূর্বে- পীযুষ কান্তি ব্যানার্জীর বাড়ি; পশ্চিমে- দীপঙ্কর বাগের বাড়ি; উত্তরে- সুবিনয় ঘোষের বাড়ি; দক্ষিণে- ১৬ ফুট চওড়া পিসিসি রাস্তা।	ক) ২১.২৫ লক্ষ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ। খ) ৩০.০৭.২০২৪ গ) ২২.১০.২০২৪	১) ২২,৫৪,০০০.০০ টাকা ২) ২,২৫,৪০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা
৪.	**রায়ান শাখা** অ্যাকাউন্টের নাম **প্রতাপ চন্দ্র কোনার** **ঋণগ্রহীতাদের নাম- প্রতাপ চন্দ্র কোনার** জামার কালীতলাপাড়া, পোঃ- বৈকুণ্ঠপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ।	সম্পত্তিটি শ্রী প্রতাপ চন্দ্র কোনার-এর নামে রয়েছে। সম্পত্তিটি একটি আবাসিক বিল্ডিং যা মৌজা- জামার, জে.এল. নং- ৬৭, রায়ান ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, আর.এস. খতিয়ান নং- ৫৯৮, এল.আর. খতিয়ান নং- ১১২১-এর অধীনে এল.আর. প্লট নং- ১৪১৮, আর.এস. প্লট নং- ১১৯১, থানা- বর্ধমান-এ অবস্থিত। সীমানা পূর্বে- ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ; পশ্চিমে- ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের পথ; উত্তরে- সবিতা নন্দীর জমি; দক্ষিণে- বিকাশ চন্দ্র কোনারের জমি সম্পত্তি।	ক) ১২.৭১ লক্ষ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ। খ) ২১.০৭.২০২৫ গ) ০৪.১২.২০২৫	১) ১১,৯০,০০০.০০ টাকা ২) ১,১৯,০০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী
১. নিলাম বিক্রয়/বিডিং শুধুমাত্র https//BAANKNET.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ‘অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং’ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে।
২. সমস্ত সম্পত্তির জন্য নিলামের তারিখ এবং সময় ২৫.০৯.২০২৬ সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টার মধ্যে, এরপর প্রতিটিতে ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন থাকবে, অর্থাৎ নিলাম প্রক্রিয়া প্রথম ধাপে ১৮০ মিনিট ধরে চলবে এবং শেষ ৫ মিনিটে কোনো বৈধ বিড পাওয়া গেলে নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য বাড়ানো হবে। শেষ ৫ মিনিটে কোনো বৈধ বিড না আসা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। উপরে উল্লেখিত সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পক্ষগুলি ২৪.০৯.২০২৬ (বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত) সাইটে সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করতে পারেন।
৩. ইচ্ছুক বিডারদের https//BAANKNET.com পোর্টালে তাঁদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাঁদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে হবে। সম্ভাব্য বিডাররা নিলামের জন্য কীভাবে নিবন্ধন করবেন, নিলামের মোড এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে অনুসরণ করতে পারেন। ইচ্ছুক বিডাররা ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮, অমিত কুমার সিং (+৯১ ৯০০৬০৮২০৪৫) বা পঙ্কজ সিং (+ ৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭) নম্বরে যেকোনো প্রশ্নের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন।
৪. উপরোক্ত সম্পত্তি/সম্পদগুলি ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেমন আছে যা আছে’ এবং ‘যাই থাক না কেন’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ইচ্ছুক বিডারদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়ভার, স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব অনুসন্ধান করা উচিত। অনুমোদিত অফিসার/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৫. উপরের তফসিলে নির্দিষ্ট করা বিবরণগুলি অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসারের সেরা তথ্য অনুযায়ী বলা হয়েছে এবং/অথবা এই পাবলিক নোটিশে কোনো ভুল, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
৬. উপরিউক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে উল্লেখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। ইচ্ছুক বিডারদের মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা BAANKNET পোর্টালে প্রদত্ত ওয়ালেটে উপরে উল্লেখিত বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) জমা করতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
৭. ইচ্ছুক বিডারদের নিলামের তারিখের আগেই উল্লেখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে এবং ২৫.০৯.২০২৬ বা তার আগে বৈধ বিড জমা দিতে হবে।
৮. সর্বোচ্চ/সফল বিডারকে বিড মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যেই ইতিমধ্যে প্রদান করা ইএমডি সহ বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ অনুমোদিত অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে, ব্যর্থ হলে জমা করা ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। প্রদান করা সম্পত্তিতে আইনত বিড করার যোগ্য হলে সর্বোচ্চ বিডারকে সফল বিডার/ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে।
৯. বিড/ক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ নিলাম বিক্রয়ের (ব্যাঙ্কিং সময়ের মধ্যে) অনুমোদিত অফিসারের অনুমোদনের ১৫ তম দিনের মধ্যে বা অনুমোদিত অফিসারের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া কোনো বর্ধিত সময়ের মধ্যে প্রদেয় হবে। সফল বিডার কর্তৃক অর্থ প্রদানে খেলাপি হলে ইতিমধ্যে জমা করা অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে স্বাধীন থাকবেন।
১০. সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার বিডার বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তির নামে বা অন্য কোনো ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে বিডারের অনুরোধে সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন এবং এরপর বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনো দাবি গ্রহণ করবে না।
১১. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ বিড বা যেকোনো বিড গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং তাঁর সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন এবং মকুব করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১২. সফল বিডার/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিডের জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফিস, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস (আইএ এর সেকশন ১৯৪ অনুযায়ী ৫০ লক্ষ টাকা বা তার বেশি মূল্যের সম্পত্তির জন্য) সহ কর বহন করবেন।
১৩. এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতাদের জন্য ত্রিশ (৩০) দিনের নোটিশ হিসেবেও গণ্য হবে।

তারিখ : ১৯.০৮.২০২৬
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই হোম লোন সেন্টার, খড়গপুর (৬৪১৭৫)
৩য় তল, অটওয়াল এস্টেট পোঃ- ইন্দা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭২১৩০৫,
ই-মেইল আইডি sbi.64175@sbi.co.in

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অনুযায়ী সম্পত্তির দখল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির প্রকাশনা

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে আইনি উত্তরাধিকারীকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত তারিখে উক্ত অ্যাক্টের রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারী এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন উক্ত অর্থরাশি এবং তার উপর সুদের জন্য **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/আইনি উত্তরাধিকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং এ/সি নং	স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/আইনি উত্তরাধিকারী গ্যারান্টার/চার্জ করা সম্পত্তির মালিকের নাম	বন্ধকীকৃত/চার্জ করা সম্পত্তির বিবরণ	১. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২. দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩. বকেয়া পরিমাণ
প্রয়াত গৌতম কুমার দাস, পিতা- বানেশ্বর দাস, গ্রাম গোটগেরিয়া, পোঃ- বালিচক, দুয়ান গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- ডেবরা, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১২৪। **এ/সি নং ৩৭৫৯০২২৯৪৩২ (এইচবিএল), ৩৮৮১৭৫১৯৪২৭ (এইচবিএল টপ-আপ), ৪১১০৬১২৯৯০৭ (এইচবিএল টপ-আপ)**	**শ্রীমতী তৃষ্ণা রানী মাইতি দাস, স্বামী- প্রয়াত গৌতম কুমার দাস** **প্রয়াত ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারী,** গ্রাম বসন্তপুর, পোঃ- বিক্রমপুর, থানা- ডেবরা, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১১৩৬	মৌজা গোটগেরিয়া, জে.এল. নং ৪৩৯, হাল খতিয়ান নং ১২৩/২, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৯৫, এল.আর. প্লট নং ৫২-এ অবস্থিত **০.০৫ একর** পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিং-এর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। শ্রেণী বাস্তু, ডিড নং **আই-২৮২৪/২০১০, তারিখ ০২.০৭.২০১০,** এ.ডি.এস.আর. বালিচক, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর। **সম্পত্তিটি প্রয়াত গৌতম কুমার দাস,** পিতা- বানেশ্বর দাস-এর নামে রয়েছে, গ্রাম গোটগেরিয়া, পোঃ- বালিচক, দুয়ান গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- ডেবরা, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১১২৪। **সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ : উত্তরে :** শিবানী মান্ডি সিং, **দক্ষিণে :** প্রদীপ সেন, **পূর্বে :** মলিনা রানী প্রামাণিক, **পশ্চিমে :** মোরাম রাস্তা।	১. ১২.০৫.২০২৬ ২. ১৪.০৮.২০২৬ ৩. ২৮,০৬,৪০৫.০০ **টাকা (আঠাশ লক্ষ ছয় হাজার চারশো পাঁচ টাকা) যা ১১.০৫.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ, খরচ, ইত্যাদি।

বর্তমান বিজ্ঞপ্তির পূর্বে জারিকৃত অন্য সমস্ত দখল বিজ্ঞপ্তি এতদ্দ্বারা বাতিল এবং/অথবা প্রত্যাহার করা হলো।

তারিখ : ১৪.০৮.২০২৬
স্থান : খড়গপুর
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আইবিসি, ২০১৬-এর অধীনে ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনে রয়েছে)
রেজিস্টার্ড অফিস : ১৩/২এ, প্রিয়া নাথ মল্লিক রোড, থানা - ভবানীপুর, কলকাতা পঃ বঃ ৭০০০২৬

ঘোষণার তারিখ:- ১৯.০৮.২০২৬ | ই-অকশনের তারিখ : - ০২.০৯.২০২৬ সকাল ১০:০০ টা থেকে দুপুর ১২:০০ টা পর্যন্ত
(শেষ ৫ মিনিটে বিড করা হলে প্রতিটিতে ৫ মিনিটের স্বয়ংক্রিয় এক্সটেনশন সহ, নিলাম বিক্রি শেষ না হওয়া পর্যন্ত)

মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চের ০৭.০৩.২০২৫ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিযুক্ত লিকুইডেটর কর্তৃক **অম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনে রয়েছে)**-এর সম্পদ এবং সম্পত্তির বিক্রয়। ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম: **https://www.baanknet.com** -এর মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক এই বিক্রয় সম্পন্ন করা হবে।

সম্পদ	ব্লক	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না অর্থের পরিমাণ	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
মৌজা- নাকরাজুরিয়া, জে.এল. নং ২৬, নিকটবর্তী থানা - সালানপুর, জেলা - বর্ধমান-এ অবস্থিত প্ল্যান্ট এবং মেশিনারিজ (স্ক্র্যাপ)	ব্লক-১	৫১.৬ টাকা প্রতি কেজি	৫,০০,০০০/- টাকা	১/- টাকা প্রতি কেজি

ই-অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলী নিচে দেওয়া হলো
১. ই-অকশন শুধুমাত্র **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** এবং **"কোনো আশ্রয় বা দায়বদ্ধতা ছাড়া"** ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।
২. সম্পদ, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলীর বিশদ বিবরণ সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-অকশন প্রক্রিয়া ডকুমেন্ট ওয়েবসাইট **https://www.baanknet.com**-এ উপলব্ধ। যেকোনো প্রশ্নের জন্য যোগাযোগের নম্বর: +91 82912 20220, ই-মেইল আইডি - **support.baanknet@psballiance.com**
৩. উপরিউক্ত সম্পদগুলি ইচ্ছুক বিডাররা পূর্বনির্ধারিত অ্যাপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে সাইটে পরিদর্শন করতে পারবেন, যোগাযোগ করুন জনাব বিজেন্দর শর্মা: ০১১-৪১৫৭৮৪১০।
৪. ইচ্ছুক বিডারদের নির্ধারিত তারিখের আগে তাদের ই-ওয়ালেটে ই-অকশন পোর্টালে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) বা বায়না অর্থ জমা করতে হবে।
৫. ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য ইচ্ছুক বিডারকে ই-প্রসেস ডকুমেন্টে উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে। এই অ্যানেক্সারগুলির ফর্ম্যাট সম্পূর্ণ ই-অকশন প্রক্রিয়ার ডকুমেন্ট থেকে নেওয়া যেতে পারে।
৬. সম্ভাব্য বিডাররা একটি আন্ডারটেকিং জমা দেবেন যে প্রযোজ্য সীমা পর্যন্ত কোডের সেকশন ২৯এ -এর অধীনে তারা কোনো অযোগ্যতার সম্মুখীন নন এবং কোনো পর্যায়ে অযোগ্য প্রমাণিত হলে, জমা দেওয়া বায়না অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
৭. লিকুইডেটরের কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা ই-অকশন স্থগিত/মুলতবি/বাতিল করার অথবা নিলাম প্রক্রিয়া থেকে কোনো সম্পত্তি বা তার অংশ যেকোনো পর্যায়ে প্রত্যাহার করার নিরঙ্কুশ অধিকার রয়েছে।
৮. সেল সার্টিফিকেট/চুক্তি সফল বিডার/তাঁর মনোনীত ব্যক্তি/অ্যাসাইনির নামে ইস্যু করা হবে এবং অন্য কোনো নামে ইস্যু করা হবে না।
৯. বিক্রয়টি সফল বিডার এবং/অথবা তাঁর মনোনীত ব্যক্তি/অ্যাসাইনির জন্য ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬-এর বিধান সাপেক্ষে হবে, বিশেষ করে সেকশন ২৯এ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানসমূহ।
১০. লিকুইডেটর কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই, যেকোনো সময় এবং যেকোনো ক্ষেত্রে, এই আমন্ত্রণটি সংশোধন এবং/অথবা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
১১. এই বিক্রয়টি বর্তমানে মাননীয় এনসিএলটি (কলকাতা বেঞ্চের কাছে বিচারাধীন আইএ ৮৪৩/২০২৫ -এর চূড়ান্ত ফলাফলের সাপেক্ষে হবে।
১২. সমস্ত সম্ভাব্য বিডারদের এতদ্বারা দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তারা যেন ই-প্রসেস ডকুমেন্টগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে এবং তাদের নিজস্ব ডিউ ডিলিজেন্স পরিচালনা করে সম্পদের সমস্ত বিবরণ, যার মধ্যে সম্পদের প্রকৃতি, অবস্থা, স্বত্ব, দায়ভার এবং কোনো বিচারাধীন বা সম্ভাব্য মোকদ্দমা অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এতেই সীমাবদ্ধ নয়, সে সম্পর্কে যত্ন সহকারে এবং স্বাধীনভাবে পরীক্ষা, যাচাই এবং সন্তুষ্ট হন। বিডিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকে সম্পদের সাথে যুক্ত সমস্ত ঝুঁকি, আনুষঙ্গিক বিষয় এবং চ্যালেঞ্জগুলির সম্পূর্ণ জ্ঞান, স্বীকৃতি এবং অনুমান বলে মনে করা হবে। লিকুইডেটর এবং পাওনাদারদের কমিটি সম্পদের সাথে সম্পর্কিত কোনো ত্রুটি, বিবাদ, দাবি, দায়ভার বা মোকদ্দমার জন্য, তা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত, বিদ্যমান বা ভবিষ্যতে উদ্ভূত হোক না কেন, কোনোভাবেই দায়ী বা জবাবদিহি থাকবে না। লিকুইডেটর বা সিওসি -এর বিরুদ্ধে কোনো পর্যায়ে কোনো ধরনের দাবি, চাহিদা বা আপত্তি গ্রহণ করা হবে না এবং বিডার এই বিষয়ে তাদের কাছ থেকে কোনো আশ্রয়, ক্ষতিপূরণ বা ড্যামেজ চাওয়ার সমস্ত অধিকার স্পষ্টভাবে মকুব করবেন।

স্বা/-
সিএমএ বিজেন্দর শর্মা
লিকুইডেটর- মেসার্স অম্বে কোক ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IP-N00003/2016-2017/10022
রেজিস্টার্ড অফিস: ভিআরএসএ ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি
বিল্ডিং নং ১১, ৩য় ফ্লোর, হরগোবিন্দ এনক্লেভ, বিকাশ মার্গ, দিল্লি-১১০০৯২
প্রসেস ই-মেইল আইডি : cirp.acipl@gmail.com
রেজি. মেইল আইডি : vijender@vsa.net.in
ফোন: ০১১-৪১৫৭৮৪১০
এএফএ বৈধতা ৩১.১২.২০২৬ পর্যন্ত

তারিখ : ১৯.০৮.২০২৬
স্থান: কলকাতা

ফাঁসির পরিবর্তে কম যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৮ অগস্ট: ফাঁসির পরিবর্তে কম যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রাণঘাতী ইঞ্জেকশন দিয়ে, গুলি করে কিংবা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া যায় কি না, তা বিবেচনা করার আর্জি জানিয়েছিলেন মামলাকারী ঋষি মালহোত্রা। কিন্তু মঙ্গলবার বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ মামলাকারীর আর্জি খারিজ করে দেন।

২০২৫ সালের অক্টোবরে সুপ্রিম কোর্ট মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সামনে দু'টি বিকল্প রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল। প্রথমটিতে ফাঁসি আর দ্বিতীয়টিতে প্রাণঘাতী ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কথা বলা হয়। যদিও পরে কেন্দ্রের তরফে আদালতে জানানো হয়, বিষয়টি বাস্তবে খুব একটা কার্যকরী নয়। কেন্দ্রের এই অবস্থানে অসন্তোষ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট। কেন্দ্র নিয়ম পরিবর্তনের বিষয়ে আগ্রহী নয় বলে উষ্মাপ্রকাশ করে শীর্ষ আদালত। মামলাকারীর সওয়াল ছিল, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির মৃত্যু কম যন্ত্রণাদায়ক এবং সম্মানজনক হোক। তাঁর আইনজীবী আদালতে জানান, ফাঁসির ক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করতে ৪০ মিনিট লেগে যায়। পরিবর্তে প্রাণঘাতী ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করলে কিংবা গুলি চালালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পাঁচ মিনিটে মৃত্যু হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাঁকে বেশিক্ষণ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না বলে সওয়াল করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, ফাঁসির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা এখনও পর্যন্ত গোটা দেশের মান্য বিধি। এ ক্ষেত্রে শীর্ষ আদালতের আগের তিন রায়ের কথাও উল্লেখ করেন দুই বিচারপতি। মামলাকারী ওই তিন রায় পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানিয়ে সেগুলি বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানোর আর্জি জানিয়েছিলেন। সেই আর্জিও খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত।

তবে সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার জানিয়েছে, মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যম নিয়ে বিকল্প কিছু ভাবতেই পারে কেন্দ্র। এ ক্ষেত্রে তাঁরা যে শেষ কথা বলছেন না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিচারপতি নাথ এবং বিচারপতি মেহতা। মৃত্যুদণ্ডের বিকল্প পদ্ধতির সপক্ষে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি থাকলে তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। আদালত জানিয়েছে, বিকল্প উপায় বার করতে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করতে পারে কেন্দ্র।

যন্তর মন্তরে বলপ্রয়োগ করার অভিযোগ খারিজ দিল্লি পুলিশের

নয়াদিল্লি, ১৮ অগস্ট: গত ২০ জুলাই নিট প্রশ্ন ফাঁসের প্রতিবাদে উত্তাল হয় যন্তর মন্তর। আন্দোলনের নামে সেখানে কার্যত বিশৃঙ্খলা ছড়ায় ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। তাদের থামাতে স্বাভাবিকভাবেই পদক্ষেপ করে দিল্লি পুলিশ। কিন্তু অভিযোগ ওঠে, আন্দোলকারীদের উপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে দিল্লি পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল দিল্লি পুলিশ। তারা সাফ জানাল, যন্তর মন্তরে ৩০ হাজারেরও বেশি ভিড় সামলেছে মাত্র ৫ হাজার পুলিশকর্মী। অন্দোলনকারীদের উপর অতিরিক্ত বলরপ্রয়োগ করা হয়নি।

দিল্লি পুলিশ তাদের হলফনামায় জানিয়েছে, সিজেপির বিক্ষোভকারীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকর্মীরা সংযম প্রদর্শন করেছিল। কেবল প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করা হয়েছিল। নিরাপত্তাকর্মীরা যে পরিমাণ বলপ্রয়োগ করেছিলেন, তা ছিল 'পর্যায়ক্রমিক' এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জখম হন ২৪০ জনেরও বেশি পুলিশকর্মী। হলফনামায় আরও দাবি করা হয়েছে, বিক্ষোভের মধ্যে বহু সমাজবিরোধী ঢুকে পড়েছিল, যা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে।

প্রাথমিকভাবে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হচ্ছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে আন্দোলনের নামে যন্তর মন্তরে শুরু হয় হিংসা ছড়ানো। ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভকারীরা সংসদের দিকে এগোতে শুরু করে। তখনই পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ৩০ হাজারেরও বেশি বিক্ষোভকারী প্রায় ৩ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয়েছিল মাত্র ৫ হাজার পুলিশকর্মী।

বিক্ষোভ দমাতে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে 'প্যালেট গান' ব্যবহারেরও অভিযোগ ওঠে। কিন্তু এদিন তাও দিল্লি পুলিশের তরফে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

রামমন্দিরের প্রণামী চুরি

চম্পতকে ক্লিনচিট উত্তরপ্রদেশ সিটের

লখনউ, ১৮ অগস্ট: অযোধ্যার রামমন্দির ট্রাস্টের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক চম্পত রায়কে প্রণামী দুর্নীতিকাণ্ডে ক্লিনচিট দিল বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্তের জন্য এই সিট গঠন করেছিল উত্তরপ্রদেশ সরকার। সূত্রের খবর, তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট খতিয়ে দেখেছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর। তারা সোমবার সেই রিপোর্ট শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের হাতে তুলে দিয়েছে। রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে ট্রাস্ট।

একটি সূত্র বলছে, সিটের চূড়ান্ত রিপোর্টে চম্পতের পাশাপাশি ট্রাস্টের প্রাক্তন সদস্য অনিল মিশ্রকেও ক্লিনচিট দেওয়া হয়েছে। তাঁরা দুর্নীতিতে জড়িত নন বলে খবর। প্রণামী দুর্নীতির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরে চম্পত এবং অনিল দু'জনেই ইস্তফা দিয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে নতুন একটি সিট গঠন করা হয়েছে। তারা এখনও তদন্ত করছে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, গত দু'বছরে ভক্তদের দেওয়া প্রণামীর কয়েক কোটি টাকা লুট হয়েছে। রামমন্দিরের কর্মচারী (সেবাদার), এমনকি, মন্দিরের 'ট্রাস্টের সদস্য ও পদাধিকারীদের একাংশও' এতে জড়িত থাকতে পারেন বলে ধারণা সিটের। ধৃতেরা সকলেই দানের টাকা গোনার কাজে যুক্ত ছিলেন। জুনের শেষ সপ্তাহে প্রণামী নিয়ে অনিয়মের অভিযোগের তদন্তে আট জন গ্রেপ্তার হওয়ার পর ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ করেন চম্পত। একই সময়ে ট্রাস্টি পদ থেকে ইস্তফা দেন অনিল মিশ্রও।

গত ৭ জুন প্রথম রামমন্দিরের প্রণামী চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। বিষয়টি নিয়ে শোরগোল শুরু হলে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ জানান, এই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত হবে। গঠন করা হয় উত্তরপ্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় আট জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সিটের নেতৃত্বে রয়েছেন লখনউয়ের ডিভিশনাল কমিশনার বিজয় বিশ্বাস পন্থ। গত ২৩ জুন সিট তাদের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয় উত্তরপ্রদেশের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সঞ্জয় প্রসাদের হাতে। এ বার চূড়ান্ত রিপোর্ট ট্রাস্টের হাতে তুলে দিয়েছে উত্তরপ্রদেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তর।

সুপ্রিম নির্দেশে জনসমক্ষে আনা হবে ইমরান খানকে

ইসলামাবাদ, ১৮ অগস্ট: গত সাত মাস ধরে ইমরান খানের কোনও খোঁজ নেই বলে কয়েকদিন আগেই দাবি করেছিলেন, পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দুই পুত্র কাশিম এবং সুলেমান। সেই থেকে ইমরানের স্বাস্থ্য নিয়ে জল্পনা চলছেই। এমনকী প্রশ্ন উঠেছে, আদৌ কি বেঁচে আছেন ইমরান? এই পরিস্থিতিতে বড় নির্দেশ দিল পাক সুপ্রিম কোর্ট। জানিয়ে দিল, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই অসুস্থ ইমরানকে ভর্তি করতে হবে বেসরকারি হাসপাতালে।

নির্দেশে পাকিস্তানের শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, শিফটা ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে ইমরানকে। ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁকে সেখানেই রাখতে হবে। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন খানের সঙ্গে দেখা করতে দিতে হবে তাঁর পরিবারের সদস্য ও বন্ধুস্বজনদের। এছাড়া এও জানানো হয়েছে, ইমরানের চিকিৎসার জন্য যে কমিটি গঠন করতে হবে, সেখানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ইমরানের বোন ড. উজমা খানকে। সেই সঙ্গেই ইমরানের আত্মীয়দেরও বলা হয়েছে, তাঁরা যেন ইমরানের মেডিক্যাল রিপোর্ট মিডিয়ার কাছে না আনেন। এবং গোটা বিষয়টা নিয়ে রাজনীতি না করেন।

এদিকে ইমরানের মুক্তির দাবিতে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর বিরাট মিছিলের ডাক দিয়েছে পিটিআই। সুপ্রিম কোর্টের সামনে থেকে শুরু হবে মিছিল। তারপর আদিয়ালা জেলের দিকে এগোবে তা। তার আগে গোটা পাকিস্তানজুড়ে লং মার্চের পরিকল্পনাও রয়েছে। পিটিআইয়ের হুঁশিয়ারি, অন্তত ২০ লক্ষ মানুষের জমায়েত হতে পারে এই কর্মসূচিতে। কিন্তু এবার ইমরানকে জেল থেকে সরিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেই কর্মসূচির কী পরিবর্তন হয়, সেদিকে চোখ থাকবে ওয়াকিবহাল মহলের।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের অগস্ট থেকে আদিয়ালা জেলে বন্দি রয়েছেন ইমরান। একাধিক মামলায় দোষী সাব্যস্ত তিনি। তিনি জেলে যাওয়ার পর থেকেই পিটিআই বারবার অভিযোগ তুলেছে জেলে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন ইমরান। এমনকী, অসুস্থ হওয়ার পরও যথাযথ চিকিৎসা হচ্ছে না তাঁর। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশে যে ইমরান স্বস্তি পাবেন তা বলাই বাহুল্য।

পড়ুয়াদের দিকে একে ৪৭ তাক করে বিহারে সাসপেন্ড পুলিশকর্তা

পাটনা, ১৮ অগস্ট: বিহারে পড়ুয়াদের প্রতিবাদে একে ৪৭ চালাতে দেখা গিয়েছিল এক পুলিশকর্মীকে। ভিডিও ভাইরাল হতেই সুর চড়ান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। ওই পুলিশকর্মীকে আগেই সাসপেন্ড করা হয়েছিল। এবার সাসপেন্ড হলেন সংশ্লিষ্ট থানার সুপারিটেন্ডেন্ট পুরাণকুমার ঝা। তাঁকে পরবর্তী পোস্টিংয়ের জন্য ওয়েটিংয়ে রাখা হয়েছে। বিহার সরকার সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে, বিক্ষোভকারীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হওয়ার পরই কেবল ওই কনস্টেবল একে-৪৭ থেকে চার রাউন্ড গুলি চালিয়েছিলেন এবং সেই গুলিগুলো আকাশে ছোড়া হয়েছিল। রাজ্য সরকারের দাবি, ওই চার রাউন্ড গুলিতে কেউ আহত হননি। নয়াদিল্লিতে 'ককরোচ জনতা পার্টি'র আন্দোলনের সময় পুলিশের অত্যধিক বলপ্রয়োগের অভিযোগ সংক্রান্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে চলা আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিহার সরকার সুপ্রিম কোর্টে এই জবাব দাখিল করেছে।

ময়দান

ধুঁকছে শ্রীলঙ্কা, ভারতের জয়ে বাধা বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীলঙ্কার মাটিতে ভারতেরটেস্ট জয়েরপথ এখন অনেকটাই প্রশস্ত। চতুর্থ দিনের খেলাশেষে ম্যাচেররাশ সম্পূর্ণভাবে শুভমান গিলের দলের হাতে। শেষ দিনে বৃষ্টি বড় বাধা হয়ে না দাঁড়ালে ভারতকে জয় থেকে আটকানো শ্রীলঙ্কার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বলেই মনে করা হচ্ছে। ৩৭২ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে স্বাগতিকরা দিনেরশেষে ৪ উইকেট হারিয়ে তুলেছে মাত্র ৮৪ রান। ফলে এখনও তাদের প্রয়োজন ২৮৮ রান, আর ভারতের দরকার মাত্র ৬টি উইকেট। ম্যাচের শুরু থেকেই ভারত নিজেদেরআধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রথম ইনিংসে ৪৬২ রানের বড় সংগ্রহ গড়ে সফরকারীরা শক্ত ভিত তৈরি করে। জবাবে শ্রীলঙ্কার ইনিংস থেমে যায় ২৮৪ রানে। ফলে ভারত ১৭৮ রানের গুরুত্বপূর্ণ লিড নেয়। যদিও তৃতীয় দিনের শেষভাগে বৃষ্টির কারণে খেলাবন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই লিডআরওবাড়ানোর সুযোগ তখনই মেলেনি। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ব্যাটিং খুব বেশি সফল হয়নি। পুরো দল ১৯৩ রানেই অলআউট হয়েযায়। তবে এই ইনিংসে আবারও নজর কাড়েন ঋষভ পন্থ। মাত্র ৬৯ বলে ৬৬ রানেরঝোড়ো ইনিংস খেলে তিনি দলের স্কোরকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছেদেন। নিজের স্বভাবসিদ্ধ আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে একাধিক আকর্ষণীয় শট খেলেন তিনি। একই সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে কম ইনিংসে ১০০টি ছক্কা হাঁকানোর অনন্য রেকর্ডও গড়ে ফেলেন। পন্থ ছাড়া দেবদত্ত পাড়িক্কল ৪৪ এবং কেএলরাহুল ৩৫ রান করে কিছুটালড়াই করেন। কিন্তু ভারতের শীর্ষ ও মধ্যক্রমের বেশ কয়েকজন ব্যাটার হতাশ করেন। যশস্বী জয়সওয়াল শূন্য রানে ফেরেন, শুভমান গিল করেন মাত্র ৮ রান এবং ধ্রুব জুরেলের ব্যাট থেকেও আসে মাত্র ৭ রান। শেষদিকে অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা ও মানব সুথারও বড় অবদান রাখতে পারেননি। দুইজনই ৯ রানের বেশি করতেব্যর্থ হন। ফলে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস দ্রুতশেষ হয়েযায়। শ্রীলঙ্কার হয়ে অসিথাফার্নান্দো ৪টি এবং প্রভাত জয়সূর্য ৩টি উইকেট তুলে নিয়েবোলিং বিভাগে সাফল্যপান। ৩৭২ রানের লক্ষ্য নিয়েব্যাট করতেনেমে শুরুথেকেই বিপদে পড়ে শ্রীলঙ্কা। ভারতের স্পিন আক্রমণের সামনে স্বাগতিক ব্যাটাররা স্বচ্ছন্দে খেলতেই পারেননি। ঘূর্ণি সহায়ক উইকেটে জাদেজা, মানব সুথার ও কুলদীপ যাদব ধারাবাহিকভাবে চাপ সৃষ্টি করেন। ফলে নিয়মিত বিরতিতেউইকেট হারাতেথাকে শ্রীলঙ্কা। যদিও অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি সিলভা ৩১ রান এবং সোনাল দিনুশা ২৫ রানে অপরাজিত থেকেশেষ দিনের জন্য কিছুটাআশাবাঁচিয়েরেখেছেন। প্রথম ইনিংসে শতরান করা দিনুশার ওপরই এখন শ্রীলঙ্কার ভরসা সবচেয়ে বেশি।

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender 1st Call
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-01/2026-27, Sl. 1, Date-14.08.2026 & NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-02/2026-27, Sl. 1-2, Date-15.08.2026 & NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-03/2026-27, Sl. 1-4, Date-17.08.2026. Bid Submission Start Date : **15.08.2026 (NIT-01). 16.08.2026 (NIT-02), 18.08.2026 (NIT-03) from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **25.08.2026 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **27.08.2026 at 11:00 AM.** For details information visit website: **https://wbtenders.gov.in & https://tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Saratchandra Gram Panchayat

BONGAON MUNICIPALITY
Repair & Renovation Works at Late Bhupendra Nath Seth Mahasamshan Under Bongaon Municipality.
Tender reference: WBMAD/NIeT/29/BM/2026-27/PWD
Date: 18.08.2026
Tender ID: 2026_MAD_1035701_1
1. Bid Submission Start date- **18.08.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date- **24.08.2026 at 14.00.** 3. End date- **05.09.2026 at 14.00.** 4. Bid opening date- **07.09.2026 at 14.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার নোটিস নং কেজিপিই-এএমসি-এএএল-এসIV-১২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরএস), খড়গপুর, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টায় পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের নাম ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের কেজিপিই/খড়গপুর এবং আইপিটিআই/বোকারো স্টিল সিটির কনভেনশনাল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভসমূহে ফিট করা এএএল নির্মিত ১৮০ কেভিএ স্ট্যাটিক ইনভার্টার-এর (এসIV) বার্ষিক সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬,২২,৯৭,৫৪৪ টাকা জিএসটি সহ। **বায়না অর্থ ঃ**১২,৪৬,০০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টায়। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **টেন্ডারের ধরন ঃ** সিঙ্গল টেন্ডার। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না।
(PR-629)

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE/KNHED/PW Dte. invite online e-tender for the work **"Annual Comprehensive maintenance with material & Servicing of 75 KVA and 50 KVA Diesel generator Sets (Make-Kirloskar) with AMF panels including Yearly B & C Check at the Panihati State General Hospital Hospital."** e-NIQ No. **WBPWD/EE/KNHED/NIQ-23/2026-27,** Tender Id : **2026_WBPWD_5016848_1.** Submission Closing Date extended from 17/08/2026 to 25/08/2026. **http://wbtenders.gov.in** Sd/-S.Chakraborty/EE/KNHED/PWDte./Govt. of W.B.
ICA- T15594(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Due to non-availability of minimum required number bidders, the last date of submission of Bid for this office e-Tender No : WBPWD/EE/22/IR/T/KCED/II of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5017511_1 Is hereby extended up to 02:00 P.M on 27.08.2026. NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the Website: **http://www.pwdwb.in** and e-Tender portal **https://wbtenders.gov.in** Sd/- B.Mandal, Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division.
ICA- T15602(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte invites online bids for Name of work : "SITC of AC machines and allied Electrical Installation work at Labour room of Baghajatin State General Hospital, Jadavpur." Vide Tender ref. no.- WBPWD/AE/SKHESD-I/NIQ-03/26-27 (2nd Call) and Tender ID.: 2026_WBPWD_5018909_1. Last date of document download and bid submission for the tender is 27.08.2026 up to 12:00 P.M. Detail information/download/upload will be available from the website: **http://etender.gov.in** and **http://pwdwb.in** Sd/- Assistant Engineer, South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W.Dte.
ICA- T15597(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIQ and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 01/09/26 upto 12.00 Noon instead of 17/08/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 03/09/26 at 12.00 Noon instead of 19/08/26 at 12.00 Noon for "Electrical Work for Vertical extension of ANM (R) Training School at 3rd Floor within the premises of Vidyasagar S.G. Hospital, Behala-SITC of Air Conditioning Machines." vide Tender ID- 2026_WBPWD_5017115_1 invited by the E.E.-II, KSHED, PWDte., All documents can be seen / obtained from the websites - tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, PWDte.
ICA- T15621(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-QUOTATION
Online NIQ is invited by the EE, BNWD, P.W. Dte., Govt. of W.B., vide e-Quotation Tender No. WBPWD/EE/BNWD/NIeQ-10e/2026-27 for the work of Round the clock attendance service for fire protection system and periodical intensive checking of entire fire fighting system at Bijan Bhavan, Salt Lake (For One Year) 2nd call" (T/ID : 2026_WBPWD_5018806_1). Bid proposal submission start date & time (Online)- 17/08/2026 from 06:55 P.M. Bid proposal Submission end date & time (Online) 25/08/2026 upto 02:00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website http://etender.wb.nic.in and this Office notice board. Sd/- EE, PWD, BNWD.
ICA- T15580(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division invites online e-Tender for the work of "Triennial Comprehensive Maintenance of different type of AC Machines at Alipore Judges Court Alipore, Kol-27 under Alipore Electrical Sub-Division." eNIQ No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-55/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5018879_1. Bid submission start date (online): 22.08.2026 from 01.00 P.M. Bid submission closing date (online): 29.08.2026 upto 4.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T15624(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division invites online e-Tender for the work of "Arrangement of different LED Luminaries, fans, switch, socket & other accessories for Ministers' Quarter at 28, Raja Santosh Roy Road, Alipore." eNIQ No. WBPWD/EE-ECD/e-NIQ-32(2nd Call)/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5016281_2. Bid submission start date (online): 22.08.2026 from 01.00 P.M. Bid submission closing date (online): 29.08.2026 upto 4.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte., Electrical Construction Division
ICA- T15635(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-Tender DATE CORRIGENDUM is invited by the undersigned for the work "Comprehensive, preventive and corrective maintenance of room air conditioners at different location of Intelligence Branch, 13 lord Sinha Road, Kolkata under Kolkata Central Electrical Sub-Division-I, Kolkata-700017." e-Tender No: WBPWD/AE/35/PR/T/KCESD/I of 2026-27 and Tender ID: 2026_WBPWD_5017877_1. Documents Submission end date 25.08.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub-Division-I
ICA- T15625(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
WBIW/EE/MED/e-NIT-16/2026-2027
(SL NO 09)
On behalf of the Governor of West Bengal, it is to inform that last date of bid submission & opening has changed through corrigendum in connection with the above mentioned e-NIT under Metropolitan Electrical Division, I & W Dte., Govt. of West Bengal. Bid Submission End Date : 25.08.2026 at 10:00 A.M. Other details will be available from the notice board of office of the undersigned on working days and also from website **https://iwd.wb.gov.in/** and **https://wbtenders.gov.in** Sd/- SANDIP ROY, Executive Engineer, Metropolitan Electrical Division, Jalasampad Bhawan (4th floor), Bidhannagar, Salt Lake City, Kolkata-91, Mobile No-9476155032.
ICA- T15531(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DATE CORRIGENDUM
e-NIQ No.22/Q of 2026-27(2nd Call)
Sealed Quotations are invited by the Assistant Engineer, Kolkata Central Electrical Sub-Division-II, P.W.D., from Bonafide, resourceful & reliable contractors having requisite Electrical Supervisor's Certificate of Competency in all applicable Parts or equivalent National Supervisors' Certificate of Competency and experience in similar nature of work for SITC of 05 (Five) Nos Conventional Split type AC machine in Bar council room at Ground floor of Main Building in the Complex of Directorate of Commercial Taxes, Government of West Bengal at 14, Beliaghata Road, Kol-700015. **E-Tender Id is 2026_WBPWD_5017696_1. Closing Date : 24.08.2026.** Detailed information will be available in the website **http://www.pwdwb.in** & from above office. Sd/K.K.Mitra, Assistant Engineer, Kolkata Central Electrical Sub-Division-II, P.W.D.
ICA- T15601(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the North 24 Parganas Regulated Market Committee
[A Statutory Body under Agricultural Marketing Department, Government of West Bengal]
2nd Floor ,Titumir Bus Stand Complex, Champadali More,
North 24 Parganas, Kolkata- 700 124
Email Id:- north24pgsrmc@gmail.com Landline No. (033) 2552-3010
NOTICE INVITING e-TENDER
Development of Community Level Dehydration Centre for vegetables at Barrackpore Krishak Bazar under North 24 Parganas RMC. vide NIT No. NRMC/SECY/06/2026-27 Dated-13-08-2026 bearing Tender Id :- 2026_WBSMB_1037836_1. The last date for submission of Tender is on 24.08.2026 up to 12:00 P.M. The detail information regarding e-NIT will be available on the **https://wbtenders.gov.in** Sd/- Secretary, North 24 Parganas Regulated Market Committee.
ICA- T15562(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM NOTICE
Corrigendum published for Sl. No. 2 of NIeT No. WBPHED/EE/NIeT-11/AD/2026-2027 and Tender ID : 2026_PHED_1032750_2 of the Executive Engineer, Alipore Division, P.H.E. Dte. for date extension. Details will be available in the website **http://wbtenders.Gov.in** The last date for submission of tender is extended upto 20.08.2026 upto 2:00 P.M. Sd/- For Executive Engineer, Alipore Division, P.H.E. Dte.
ICA- T15567(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM FOR e-TENDER
Due to non-availability of minimum bidders, the last date of Submission of Bids of this office e-Tender against Ref. no- WBPWD/EE-WKED/NIQ-56/2026-27; Tender ID-2026_WBPWD_5017547_1 is hereby extended up to 25/08/2026 upto 1:00 PM. Website:- tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer-I, PWD, West Kolkata Electrical Division, 4th floor, C-Block, New Sectt. Bldg, 1, K.S. Roy Road, Kol-01
ICA- T15626(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
The Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, PWDte. invites eNIT for "Annual Comprehensive Servicing and Maintenance of 2 (two) Nos. Bed-cum- passenger lift at Kolkata Police Hospital and Sambhu Nath Pandit Hospital under SSKM(H) Electrical Sub-Division." vide Tender ID - 2026_WBPWD_5018946_1. Last date of submissions-01/09/26 upto 12.00 Noon. All documents can be seen / obtained from the websites- tenders.wb.gov.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, PWDte.
ICA- T15638(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Tender Ref No.: WBPWD/AE/BESD/eNIT08/2026-27
(Tender ID : 2026_WBPWD_5018920_1)
Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division from the eligible contractors for the following works: **Name of Work :- Reparing and Re-Commissioning of Non-Functional Air Conditioning (AC) Machines at the Blood Bank, Operaton Theatres (OTs) Snake Bite Ward, Nursing Superintendent's Office, and Sister-in - Charge's Office of Canning Sub-Divisional Hospital, South 24 Parganas.** Bid submission start 21.08.2026 at 10.00 AM. Bid Submission end: 29.08.2026 upto 12:00 P.M. Bid opening Date : 31.08.2026 after 12.00 PM. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Baruipur Electrical Sub-Division, Govt. of West Bengal.
ICA- T15600(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 05/EE/ED-VIII/EM/KMDA of 2026-27
Online tender is invited by the Executive Engineer, ED-VIII, EM Sector, KMDA, Block-L, 2nd floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from eligible tenderer, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Operation, Attending, Maintenance and Repairing of LT electro-mechanical installation at Gitanjali Station Stadium for a period of 12 months (January-27 to December-2027)., Rs.5,45,647/-, Rs.10,913/-, 12 months from the date of firm order, **Last date & time of online Tender submission:** 31.08.2026 upto 12.30 hrs., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in **(KMDA-429)**
www.wbtenders.gov.in
ICA- T15547(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: KMDA/HOUSING/EE/DIV-III/Circle III(BSUP)/NIT-10/2026-2027
e-Tender is invited by The Executive Engineer, DIV-III, Circle III(BSUP), Housing Sector, KMDA (Erstwhile KIT), 1st floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Dismantling and recasting of O.H. damaged portion of R.C.C. tanks along with repair & strengthening of intermediate slab, beam, column of different Blocks with protection of CESC line below staircase with allied Civil Works in KIT Housing Scheme No. BRS-X under Housing Sector, KMDA., Rs.4,59,470/- (Including GST & LWC), Rs.9,200/-, 03 months, **Last date & time of Online Bidsubmission:** 28.08.2026, Time: 17.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in **(KMDA-421)**
www.wbtenders.gov.in
ICA- T15540(1)/2026

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচএমসি-নিম্নোক্তর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পিটি, আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
১.	এইচএমসি অধীনে ১ থেকে ৫০ নং ওয়ার্ডে ২০২৬-২০২৭ বর্ষের জন্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিভিন্ন ৮ টি গঙ্গার ঘাট এবং ১০ টি পুকুর থেকে দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী এবং জগধাত্রী প্রতিমা এবং বি টি জি তে সংশ্লিষ্ট নিরঞ্জন এবং পূজা অর্ঘ্য সামগ্রি ঘাট এবং পুকুর পাড় থেকে অপসারণ এবং জমাকরণ।	২৯/কনস/২৬-২৭, তারিখ ১৪.০৮.২০২৬

টেন্ডার দাখিলের শেষ (অনলাইন) তারিখ : ৫.৯.২০২৬ সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
৫৪(৩)/২৬-২৭
১৮.৮.২৬
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
SEBI Bhavan, Plot No. C-4 A, 'G' Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051
Interior Furnishing of SEBI's proposed Local Office in Bhubaneswar
Online tenders are invited on MSTC portal in prescribed format for selection of agency for carrying out Interior furnishing of SEBI's proposed Local office in Bhubaneswar.
The details of the aforesaid advertisement are available on MSTC Portal **@https://www.mstcecommerce.com/eprocn/**, SEBI's website: ***www.sebi.gov.in*** under **"Tenders"** section and on Central Public Procurement (CPP) Portal @ ***https://eprocure.gov.in/cppp***
The agencies would be required to submit the duly filled-in tender documents on MSTC Portal, within 21 days of the date of publication of this advertisement.
CBC 15204/11/0068/2627

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

জয় ভিক্ষু অর্হম্ জয় মহাশ্রমণ

॥ প্রথম পুণ্য তিথি ॥

শ্রদ্ধাসিক্ত স্মরণ

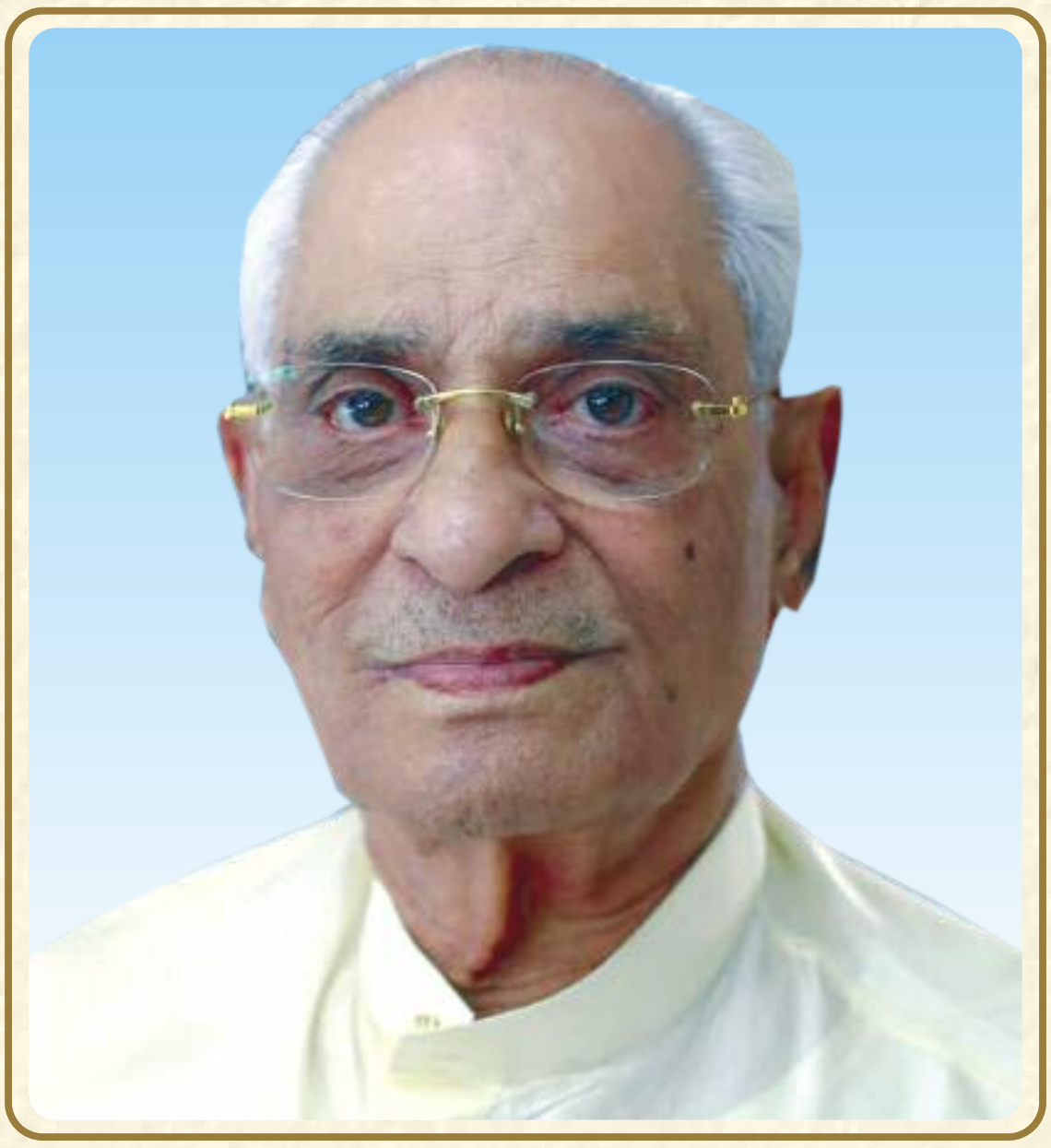

জন্ম :
০৯ আগস্ট ১৯৩১

দেবলোকগমন :
১৯ আগস্ট ২০২৫

সত্যনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী, শৃঙ্খলাপ্রিয় এবং দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব
সমাজের প্রেরণা-উৎস, পথপ্রদর্শক এবং সংরক্ষক

'শাসনসেবী' ˚বুদ্ধমল দুগড়

(পিতা: ˚ভঁবরলাল জী দুগড়)

“আপনার স্বাবলম্বী জীবন ছিল সত্য, সেবা, সংযম, পরিশ্রম এবং করুণার এক অভূতপূর্ব সঙ্গম,
আপনার সদ্গুণের ছায়া আজও সর্বদা আমাদের পথ দেখায়,
আপনার পবিত্র স্মৃতি আমাদের সকলের জন্য শক্তি এবং প্রেরণার এক অদ্ভুত আলোকবর্তিকা।”

সরল হৃদয় তুমি, সরস বচন তুমি, কর্মবীর তুমি, ধর্মবীর তুমি
আমাদের আদর্শ তোমাকে প্রণাম, হে পথপ্রদর্শক তোমাকে প্রণাম

আপনার শিষ্টাচার, স্বাভিমান এবং সমর্পণে সুরভিত

-:: শ্রদ্ধাবনত ::-

“কল্যাণমিত্র” এবং “শিষ্ট-বিশিষ্ট পরিবার”-এর সদস্যগণ
সুরেন্দ্র কুমার-বিনীতা, তুলসী কুমার-প্রতিভা, কমল কুমার-মধু (পুত্র-পুত্রবধূ)
রাজকুমারী মণোত (কন্যা), সায়র-শ্রীনিবাস বোথরা (কন্যা-জামাতা)
ঋষভ-সলোনী, শ্রেয়াংস-দীক্ষা, অনন্ত-মেঘা, সংযম-মুসকান (পৌত্র-পৌত্রবধূ)
রিচিকা-মুদিত সিঙ্ঘী, প্রেক্ষা-হর্ষবর্ধন কোটিয়া (জৈন) (পৌত্রী-জামাতা) রচিতা (পৌত্রী)
সমৃদ্ধি, সর্বজ্ঞা (প্রপৌত্রী) যুবান, বিরাজ সিঙ্ঘী (প্রদৌহিত্র)
এবং সমস্ত দুগড় পরিবার (রতনগড়-কলকাতা)

BMD Sincere Service বি এম ডি গ্রুপের সমস্ত সদস্য এবং সহকর্মীগণ